সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল

জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য হ্যান্ডআউট

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য হ্যান্ডআউট

অ্যাকসেলারেটিং ইউনিভার্সাল অ্যাকসেস টু ফ্যামেলি প্ল্যানিং (এইউএএফপি)/সুখী জীবন প্রকল্প

২০২২

এই প্রকাশনাটি সম্ভব হয়েছে আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডিভলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর আর্থিক সহযোগিতায়। এখানে প্রকাশিত মতামতের দায় পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এর; এর সাথে ইউএসএআইডি বা আমেরিকার সরকারের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।

USAID আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

সুখী জীবন সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা

PATHFINDER

প্রকাশ ২০২২

পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
পঞ্চম তলা, শেহজাদ প্যালেস,
৩২, গুলশান এভিনিউ, নর্থ - সি/এ
গুলশান ২, বাংলাদেশ

ম্যানুয়াল রিভিউ কমিটি

আহ্বায়ক

মোঃ নিয়াজুর রহমান, লাইন ডাইরেক্টর, ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
মোঃ আমিনুল ইসলাম, সাবেক লাইন ডাইরেক্টর, ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ডা. মোঃ সারোয়ার বারী, সাবেক লাইন ডাইরেক্টর, ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সদস্য

নাসরীন আক্তার, সহকারী পরিচালক এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, স্কুল হেলথ অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
জাকিয়া আক্তার, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সংগ্রহ, উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ডা. মনজুর হোসেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এএন্ডআরএইচ, এমসিএইচ ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ইন্দ্রাণী দেবনাথ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
জিন্নাত আরা, সহকারী পরিচালক, বৈদেশিক সংগ্রহ, উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
সৈয়দা উম্মে কাওসার ফেরদৌসী, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর, নিপোর্ট

সদস্য সচিব

ডা. শামীমা পারভীন, জেন্ডার ম্যানেজার, ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

সম্পাদনা ও সহযোগিতা

মোঃ মাহবুব- উল-আলম, প্রকল্প পরিচালক, ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, কান্ট্রি ডিরেক্টও, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
ক্যারোলিন ক্রসবি, সিনিয়র এ্যাডভাইজার, প্রোগ্রাম সার্ভিস, ইউএসএআইডি সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
ডা. ফাতেমা শবনম, এডোলোসেন্ট এন্ড ইয়ুথ স্পেশালিস্ট, ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
মতিউর রহমান, সহকারী পরিচালক (সমন্বয়), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
জোডি ডিপ্রোফিও, সিনিয়র টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজর - জেন্ডার, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
রেবেকা হারম্যান, সিনিয়র টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজর - জিবিভি এন্ড এমএনএইচ, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
ডা. জুলিয়া আহমেদ, কনসালটেন্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
রিদওয়ানুল মসরুর, কমিউনিকেশন ম্যানেজার, ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
হালিমা আকতার, প্রোগ্রাম এসিস্টেন্ট, ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

ডিজাইন

অলিভিয়া মোসেলে, কনসালটেন্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

অনুবাদ

পার্থ প্রতিম দাস, কনসালটেন্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

প্রস্তাবিত উদ্ধৃতি: অ্যাকসেলারেটিং ইউনিভার্সাল অ্যাকসেস টু ফ্যামেলি প্ল্যানিং (এইউএএফপি)/সুখী জীবন প্রকল্প। *জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল*, (ঢাকা: পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল, ২০২১)।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সারা বিশ্বে একটি মডেল। স্বাধীনতার পর থেকে এই উন্নয়ন দৃশ্যমান এবং চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ গত ৫০ বছরে সক্ষম বিবাহিত নারী প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা (TFR) কমেছে ৭ থেকে ২.০৪ এ এবং ২০২২ সালে এই লক্ষ্যমাত্রা ২.০ তে নামিয়ে আনতে হবে যার মাধ্যমে প্রতিস্থাপনযোগ্য জনউর্বরতা অর্জন সম্ভব। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ৭৫% -এ উন্নীত করতে হবে, যাতে স্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহারকারীর অংশগ্রহণ হতে হবে ২০%। বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৬৫ থেকে ৭০ এ নামিয়ে আনাও এই কর্মসুচির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এই কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, জেন্ডার রীতিনীতি আচরণ ও প্রথার কারণে পরিবার পরিকল্পনা, মা এবং শিশুস্বাস্থ্য সেবায় প্রভাব পড়ছে। তারই প্রেক্ষিতে এই জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা ম্যানুয়াল।

'জেন্ডার' শব্দটির সাথে আমাদের প্রায় সকলের পরিচয় আছে। জেন্ডার বিষয়ক জ্ঞান ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত ও সামাজিক জীবনে চলমান বৈষম্যকে চিহ্নিত করে এবং সমতার পথ দেখায়। বিশেষত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংযুক্ত সেবাদানকারী যারা আছেন তারা জানেন এই সেবার সাথে জেন্ডার রীতিনীতি ও প্রথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন সূচক বিবেচনায় দেখা গিয়েছে যে, জেন্ডার প্রথা বা রীতিনীতি এবং আচরণ পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সাথে অনেকাংশে জড়িত। এই কারণে সুবিধাবঞ্চিত জনগণ বিশেষ করে নারীর স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে, যেমনঃ বাল্যবিয়ে, অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণ শিশুমৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যু। এজন্য মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ জরুরি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নিপোর্ট এবং সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল, ইউএসএআইডি এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়েছে। এই ম্যানুয়ালটির তৈরীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়োপযোগী এই সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ম্যানুয়ালটি সুখী জীবন প্রকল্পের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ম্যানুয়ালটির মূল বিষয়বস্তু পরিবার পরিকল্পনা, এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের জন্য করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেবাদানকারীগণ জেন্ডারের প্রাথমিক ধারণা পাবেন এবং পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবার সাথে জেন্ডারের সংপৃক্ততা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন । পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণে এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ম্যানুয়ালটির সাথে সম্পুরক যেসকল ম্যানুয়াল আছে তা পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটির কার্যকরী ব্যবহারেরে ফলে সেবাদানকারীগণ যে জ্ঞান অর্জন করবেন তা তারা ব্যবহারিক দৈনন্দিন কাজে বাস্তবায়ন করতে পারবেন যা সেবার গুনগত মান উন্নয়নে অবদান রাখবে।
সর্বোপরি, আমার বিশ্বাস এই ম্যানুয়ালটি সেবাদানকারীদের জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সহায়ক হবে। সেইসাথে জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি।

সাহান আরা বানু, এনডিসি
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বাণী

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সারা বিশ্বে একটি মডেল হিসেবে পরিচিত। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে সাফল্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে। সারা দেশে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে ২৪ ঘণ্টা ৭ দিন নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে সকল সেবাকেন্দ্রে কিশোর-কিশোরীবান্ধব কর্নার স্থাপন করা হচ্ছে। গত কয়েক দশক ধরে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এই সুনাম অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এই অগ্রগতি এবং সাফল্য সম্ভব হয়েছে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের দক্ষ সেবাদানকারীদের আন্তরিকতা এবং একনিষ্ঠতার ফলে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা, মা এবং শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সূচকগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, আগামী জুন ২০২৩ সালের মধ্যে সক্ষম বিবাহিত নারী প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা (TFR) ২.০ এ নামিয়ে আনতে হবে। এজন্য বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) কমপক্ষে ৭৫%-এ উন্নীত করতে হবে। জুন ২০২৩ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার (Unmet need) ১২% থেকে ১০% -এ নামিয়ে আনা; ১৫-১৯ বছর বয়সী দম্পতিগণের মা হওয়ার হার ৩০.৮% থেকে ২৫%-এ নামিয়ে আনা এবং পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার হার (Drop out) ৩৭% থেকে ২০%-এ নামিয়ে আনতে হবে।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনা বিভিন্ন পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার আমাদের উদ্দীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার বাড়লে, মা ও শিশুমৃত্যু কমে আসবে। মাতৃমৃত্যুরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে ঘনঘন সন্তান ধারণ। তাই প্রসব ও প্রসব সংক্রান্ত বিশেষতঃ প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসব পরবর্তী জটিলতা যা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে খুব সহজেই উত্তরণ সম্ভব। সেইসাথে সেবাদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সূচকগুলোর কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। উপরিল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় এবং নেপথ্য কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, যেসকল কারণ উদ্দীষ্ট সূচকগুলোর উপর প্রভাব ফেলছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে: জেন্ডার রীতিনীতি, প্রথা ও প্রচলন এর কারণে সৃষ্ট জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (Gender-based violence)।

বাংলাদেশ সরকার যে তিনটি বিষয়কে "জিরো টলারেন্স" হিসেবে চিহ্নিত করেছে সেগুলো হল: শূণ্য মাতৃমৃত্যু; শূণ্য পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার এবং শূণ্য জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা। দেশে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহিংসতা এবং অধিকার বিষয়ে গুরুত্বের সাথে কাজ করতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, সেবাদানকারীদের জেন্ডার ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণা থাকলেও সেবাগ্রহীতাদের সম্যক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এবং জেন্ডার বিষয়ে জ্ঞানের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নিপোর্ট এবং 'সুখী জীবন' প্রকল্পের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়েল উন্নয়ন করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক এই ম্যানুয়েলটি অনুসরণ করে দেশে যথাযথ জেন্ডার নিরপেক্ষ সেবা প্রদান করা অত্যন্ত জুরুরি, যা মানসম্মত কার্যক্রমের জন্য খুবই প্রয়োজন। আমার প্রত্যাশা ও বিশ্বাস পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল সেবাপ্রদানকারীগণ ও ব্যবস্থাপকগণ এটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। ম্যানুয়েলটির উন্নয়ন ও প্রণয়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেইসাথে 'সুখী জীবন' প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়োপযোগী এই উদ্যোগের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে এই ম্যানুয়েলটির কার্যকরী ব্যবহারের ফলে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, কিশোর-কিশোরী সেবা এবং সর্বোপরি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সংক্রান্ত সহিংসতা আছে সেবাদানকারীগণ তা নির্ণয়ে সক্ষম হবেন।

মোঃ নিয়াজুর রহমান
পরিচালক (অর্থ) এবং লাইন ডাইরেক্টর (এফপি-এফএসডি)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নারী ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যকরী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউএসএআইডি এর 'এক্সেলেরেটিং ইউনিভার্সাল এক্সেস টু ফ্যামিলি প্ল্যানিং' (সুখী জীবন নামে সুপরিচিত) প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছে। পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ও সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছে। যেমন : নববিবাহিত, প্রথমবারের মত বাবা-মা, কিশোর-কিশোরী, নারীদের প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা, গার্মেন্টসকর্মীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে গুণগত মানসম্পন্ন প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে, প্রকল্পটি বিভিন্ন ধরণের আধুনিক, অভিনব এবং কার্যকরী কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করছে। উল্লেখ্য, সবার জন্য সমমানের পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকল্পে এসকল কার্যক্রম ও কৌশলসমূহের সাথে জেন্ডার সমন্বয় করা হয়েছে।

জেন্ডার রীতিনীতি ও প্রথা এবং এরসাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে; যদিও, পরিবার পরিকল্পনা বা স্বাস্থ্য সেবার সাথে জেন্ডার এর ওতপ্রোত সম্পর্ক ও প্রভাবিত হওয়ার বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই পরিষ্কার ধারণার অভাব রয়েছে। সুখী জীবন প্রকল্পের শুরুর দিকে করা ফ্যাসিলিটি এসেসমেন্ট এবং ট্রেনিং নিড এসেসমেন্ট রিপোর্ট দুটিতেও এর বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সুখী জীবন প্রকল্প 'জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক ম্যানুয়াল' তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এই ম্যানুয়ালটিতে জেন্ডার বিষয়ে প্রারম্ভিক ধারণার পাশাপাশি যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট জেন্ডার ভাবনা ও নীতি সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত যে কোন প্রশিক্ষণে এ ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করা যাবে। এই ম্যানুয়ালে কিছু বাংলা শব্দ রয়েছে যা অন্য কোনো ম্যানুয়ালে পাওয়া যায়নি, তাই রেফারেন্সের সুবিধার জন্য বাংলা এবং ইংরেজি উভয় শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক ম্যানুয়ালটি মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং এর মাধ্যমে চূড়ান্ত এবং টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক মুল্যায়নপূর্বক অনুমোদিত।

এই ম্যানুয়াল ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীগণ তাদের নিজেদের জেন্ডার সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন এবং সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবেন। ম্যানুয়ালটি তৈরিতে সহায়তা করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নিপোর্ট এবং সেইসাথে জেন্ডার বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও সুখী জীবন টিমের সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ মাহবুব- উল-আলম
প্রকল্প পরিচালক
ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প
কান্ট্রি ডিরেক্টর
পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

অধিবেশন ১ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ১(ক)

জেন্ডার শব্দকোষ

সিসজেন্ডার (Cisgender) অনেক দেশে এই শব্দটি দিয়ে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যার নিজ পরিচয় বা জেন্ডার সম্পর্কে নিজ ধারণা এবং তার জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গ একই।

ক্ষমতায়ন (Empowerment) বলতে মানুষের ক্ষমতার সম্প্রসারণকে বোঝায় যেখানে স্বাস্থ্যসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়া ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয়। অনেক সময় আর্থসামাজিক বা ক্ষমতার বৈষম্যজনিত কারণে ব্যক্তির পক্ষে নিজ জীবনের নিয়ন্ত্রণ নেয়া সম্ভব হয় না। আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্পসমূহে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কিছু উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন।

জেন্ডার (Gender) বলতে নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি, যেমন ট্রান্সজেন্ডার – প্রত্যেকের জন্য সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিছু ভূমিকা, রীতিনীতি এবং আচার আচরণ রয়েছে সেই বিষয়টি বোঝায়। এসব বিষয়গুলো বস্তুত সামাজিকভাবে গড়ে ওঠে যা জাতি, গোত্র, ধর্ম এবং সংস্কৃতি ভেদে অনেকটাই ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, সমাজে একটি সাধারণ জেন্ডার রীতি হল বাড়ির বেশির ভাগ কাজ মেয়েরাই করবে।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (Gender-based Violence) বলতে নারী বা পুরুষের প্রত্যাশিত আচরণের কারণে কোনও ব্যক্তি তার জৈবিক লিঙ্গ, জেন্ডার পরিচয় বা বয়সের কারণে সহিংসতার শিকার হওয়াকে বোঝায়। সহিংসতা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেতে পারে, যেমন"–"ঘরে কিংবা বাইরে শারীরিক, মানসিক বা যৌন নিপীড়ন; হুমকি; বলপ্রয়োগ, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ; অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করা ইত্যাদি। নারী-পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্যগুলোই জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার মূল কারণ। জন্মের পর থেকে যেকোনও বয়সেই (শৈশব, কৈশোর, প্রাপ্তবয়স বা বার্ধক্য) একজন ব্যক্তি (নারী, পুরুষ বা ট্রান্সজেন্ডার) সহিংসতার শিকার হতে পারেন[১]। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার অনেক উদাহরণ দেয়া সম্ভব, যেমন –

- বাল্যবিয়ে ও জোরপূর্বক বিয়ে,
- শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন,
- অযাচিতভাবে স্পর্শ করা
- যৌনস্বার্থে চাপ প্রয়োগ,
- মানহানি এবং অত্যাচার,
- অবহেলা বা অবজ্ঞা করা,
- পারিবারিক সহিংসতা,
- অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করা,

জেন্ডার সমতা (Gender equality) বলতে জৈবিক লিঙ্গ বা জেন্ডারের ভিত্তিতে কারও প্রতি বৈষম্য না করাকে বোঝায়। এর মানে হল প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া এবং স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও ভোটাধিকারসহ বিভিন্ন আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

[১] World Health Organization (WHO), *Multi-country study on women's health and domestic violence against women: summary report of initial results on prevalence, health outcomes and women's responses* (Geneva: 2005).

জেন্ডার ন্যায্যতা (Gender equity) বলতে বোঝায় নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য সকল জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তিদের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে আচরণ করা। নারী ও পুরুষের চাহিদা, ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলো যে ভিন্ন তা এতে স্বীকার করে নেয়া হয় এবং এসবের কারণে সৃষ্ট বৈষম্যগুলো দূর করার চেষ্টা করা হয়। জেন্ডার ন্যায্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই জেন্ডার সমতা অর্জন করা যায়।

জেন্ডার পরিচয় (Gender identity) বলতে কোনও ব্যক্তি নিজেকে কী বলে মনে করেন (নারী, পুরুষ, উভয়ই বা কোনটিই নয়) তা বোঝায়।

জেন্ডার সমন্বয়করণ (Gender integration) বলতে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে জেন্ডার **রীতিনীতিকে বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন প্রকল্প** বা সেবা কার্যক্রমে গৃহীত কৌশল ও পন্থাকে বোঝায়।

জেন্ডার সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা (Gender-related Barriers) বলতে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ গ্রহণে জেন্ডারের কারণে সৃষ্ট বাধাবিপত্তিকে বোঝায়। নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি সম্পর্কে বদ্ধমূল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও রীতিনীতিগুলোই এসব বাধাবিপত্তির কারণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মায়েদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। তারা অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকেন অথবা স্বাধীনভাবে বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না। এসব কারণে তুলনামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি কম হচ্ছে।

জেন্ডার রেসপনসিভ/ প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা (Gender-responsive approaches) বলতে সেসকল পন্থাকে বোঝায় যা নারী ও পুরুষের চাহিদার ভিন্নতাগুলোকে বিবেচনায় নেয়। তবে এতে জেন্ডার বৈষম্যের মূলে থাকা প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনায় নাও আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: স্বাস্থ্যকর্মী পদে নারীদের নিয়োগ দেয়া হলে তা যদিও পরিবার পরিকল্পনা সেবার গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহার বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু যেসব প্রথাগত বা সংস্কৃতিগত কারণে নারী সেবাগ্রহীতারা সেবা নিতে পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে যেতে পারেন না সেই কারণগুলোও উহ্য থেকে যায়।

জেন্ডার রূপান্তরমূলক পন্থা (Gender-transformative Approaches) বলতে এমন পন্থা বা কৌশলকে বোঝায় যেগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকা, রীতিনীতি, মনোভাব ও প্রথাগুলোকে বদলে দিতে পারে। জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যের মূল কারণগুলো ও তার ফলে সৃষ্ট ক্ষমতার বৈষম্যগুলো নিরসনের চেষ্টা করাই এই সকল পদক্ষেপের উদ্দেশ্য। যেমন, পুরুষ ব্যক্তিটি যদি বাবা হিসাবে আরও সক্রিয়ভাবে সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব নেন, তাহলে জেন্ডার ন্যায্যতা অর্জনে তিনি একটি বড় অবদান রাখতে পারেন। একইভাবে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে নারীদের আরও বেশি শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস ও স্বাধিকার উন্নত করা সম্ভব।

ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ (Intersex) বলতে সেসকল ব্যক্তিকে বোঝায় যাদের যৌন, ক্রোমোজোমগত বা হরমোনগত বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণভাবে 'পুরুষ' বা 'নারী'র যে দৈহিক গড়ন (যৌনাঙ্গ বা অন্যান্য প্রজনন অঙ্গ) ও বৈশিষ্ট্য তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই অসামঞ্জস্যতা বা পার্থক্যগুলো অনেক রকম হতে পারে এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যেও ব্যাপক ভিন্নতা থাকতে পারে।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (Sexual Orientation) বলতে একজন ব্যক্তি কী ধরণের যৌন অথবা রোমান্টিক আকর্ষণ বোধ করেন (কোন লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট) তা বোঝায়। এর সাথে ব্যক্তির যৌন পরিচয়, যৌন আচরণ এবং যৌন আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক রয়েছে।

বায়োলজিক্যাল সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গ (Biological Sex) বলতে জন্মের সময় যেসকল জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে মানুষকে নারী, পুরুষ বা ইন্টারসেক্স হিসাবে চিহ্নিত করা হয় সেটিকে বোঝায়।

ট্রান্সজেন্ডার (Transgender) বলতে সার্বিকভাবে সেই সব ব্যক্তিদের বোঝায় যারা মনে করেন যে তাদের লিঙ্গ জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের চেয়ে আলাদা কিছু বা যাদের জেন্ডার পরিচয় বা আচার আচরণ গতানুগতিক জেন্ডার রীতিনীতি ও প্রথা থেকে আলাদা। 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটি দিয়ে বহু রকম জেন্ডার পরিচয় ও অভিব্যক্তিকে বোঝায়। এর মধ্যে যেসকল পরিচয় নারী বা পুরুষ হিসাবে গণ্য হতে পারে তা যেমন রয়েছে, তেমনি যেসকল পরিচয় এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে না সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত। ট্রান্সজেন্ডার কথাটি ইন্টারসেক্স হতে ভিন্ন। ইন্টারসেক্স বলতে যৌনাঙ্গ বা অন্যান্য প্রজনন অঙ্গ, বা ক্রোমোজোমসহ বিভিন্ন রকম অস্বাভাবিক যৌন বৈশিষ্ট্যের কারণে যখন জন্মের সময় সুনির্দিষ্টভাবে ছেলে বা মেয়ে হিসাবে চিহ্নিত করতে পারা যায় না সেই বিষয়টিকে বোঝায়। *(ট্রান্সজেন্ডার কথাটির মধ্যে আরও অনেক রকম পরিচয় অন্তর্ভুক্ত, যেমন- তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি বা সেই সব ব্যক্তি যারা নিজেদের পরিচয় একাধিক জেন্ডার দ্বারা প্রকাশ করেন বা যারা কোনও জেন্ডার ছাড়াই নিজেদের পরিচয় দিতে চান।)*

অধিবেশন ২ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ২(ক)

জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা (কন্টিনিউয়াম)

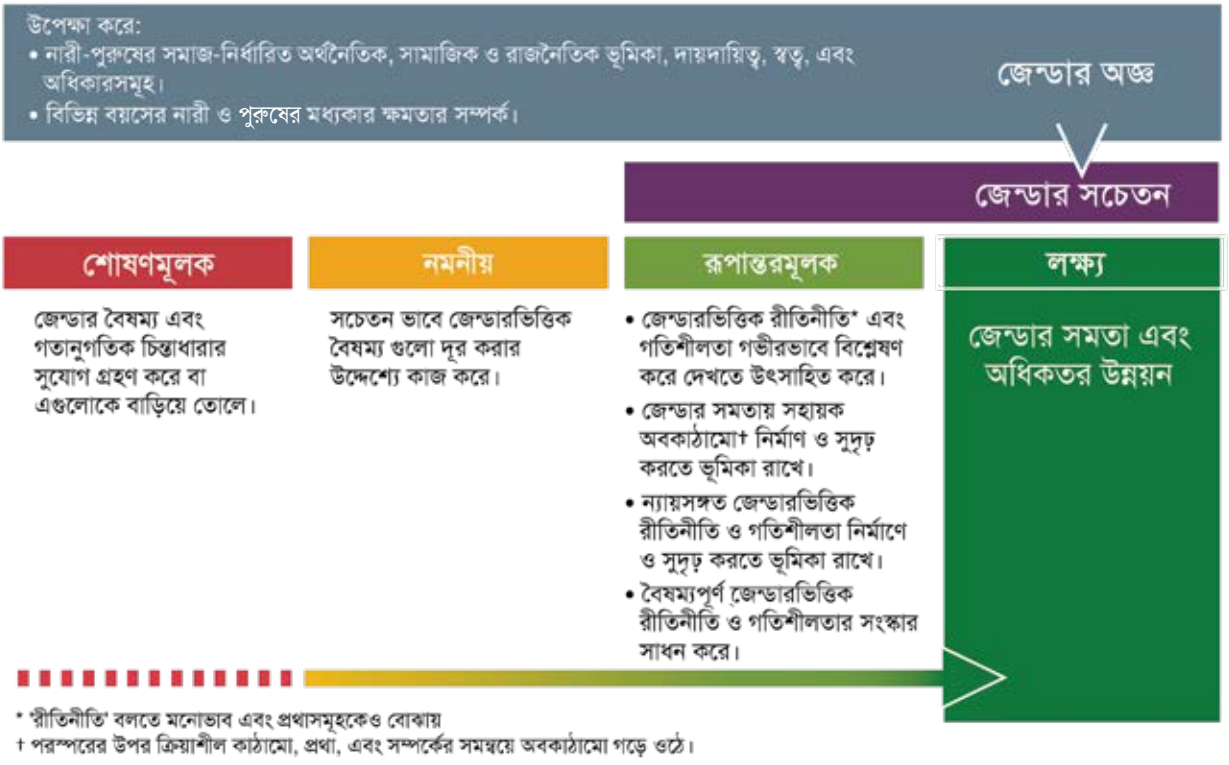

সূত্র: Populational Reference Bureau, The Gender Integration Continuum: Training Session User's Guide. Washington, DC: Populational Reference Bureau, 2017). পাওয়া যাবে এখানে: https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/12/17-418-GenderContTraining-2017-12-12-1633_FINAL.pdf

হ্যান্ডআউট ২(খ)

জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা (কন্টিনিউয়াম) সম্পর্কিত সংজ্ঞা

জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা বা কন্টিনিউয়ামে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের সংজ্ঞা [২]

"জেন্ডার অজ্ঞ" এবং "জেন্ডার সচেতন" †"এই দুইটি বিষয় নির্ভর করছে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি, সম্পর্ক এবং বৈষম্যগুলো কোন মাত্রায় বিশ্লেষণ করা হচ্ছে বা সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে তার ওপর।

বায়োলজিক্যাল সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গ (Biological Sex) বলতে জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষকে নারী, পুরুষ অথবা ইন্টারসেক্স হিসাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করাকে বোঝায়। জন্মের সময় সুনির্দিষ্ট কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন ক্রোমোজোম, হরমোন, দেহাভ্যন্তরস্থ প্রজনন অঙ্গ এবং বাহ্যিক যৌনাঙ্গের ভিত্তিতে নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় (USAID IGWG)।

জেন্ডার (Gender) বলতে নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি, যেমন ট্রান্সজেন্ডার – প্রত্যেকের জন্য সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিছু ভূমিকা, রীতিনীতি এবং আচার আচরণ রয়েছে সেই বিষয়টিকে বোঝায়। এসব বিষয় আসলে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠে যা জাতি, গোত্র, ধর্ম এবং সংস্কৃতি ভেদে অনেকটাই ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, অনেক সমাজে জেন্ডারভিত্তিক একটি সাধারণ রীতি হল বাড়ির বেশির ভাগ কাজ মেয়েরাই করবে।

জেন্ডারভিত্তিক প্রথা ও রীতিনীতি (Gender norms) বলতে সমাজের দৃষ্টিতে যে কিছু কিছু আচরণকে পুরুষসুলভ (পুরুষালি) এবং কিছু কিছু আচরণ নারীসুলভ (মেয়েলি) বলে মনে করা হয়, সেই বিষয়টিকে বোঝায়। সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত জেন্ডার প্রথা বা রীতিনীতির কারণে ছেলে এবং মেয়েদের কাজের ভিন্নতা তৈরি হয়।

জেন্ডার সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা (Gender-related Barriers) বলতে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ গ্রহণে জেন্ডারের কারণে সৃষ্ট বাধাবিপত্তিকে বোঝায়। নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি সম্পর্কে বদ্ধমূল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও রীতিনীতিগুলোই এসব বাধাবিপত্তির কারণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মায়েদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। তারা অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকেন অথবা স্বাধীনভাবে বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না। এসব কারণে তুলনামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি কম হচ্ছে।

জেন্ডার অজ্ঞ (Gender Blind)
জেন্ডার অজ্ঞ নীতিমালা বা কর্মসূচিগুলো নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, দায়দায়িত্ব, স্বত্ব, অধিকার এবং বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার বিবেচনা না করেই পরিকল্পনা করা হয়। এ ধরণের প্রকল্প বা সেবাসমূহে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে যাওয়া হয়। জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি এবং ক্ষমতার অসম সম্পর্ক স্বাস্থ্যসেবার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে কিংবা স্বাস্থ্যসেবা দিতে গিয়ে জেন্ডারের ওপর কোনওভাবে প্রভাব পড়তে পারে কিনা তা জেন্ডার অজ্ঞ সেবাসমূহে বিবেচনা করা হয়না।

জেন্ডার সচেতন (Gender Aware)
জেন্ডার সচেতনতা হচ্ছে স্থান, কাল ভেদে জেন্ডারভিত্তিক নানা সম্পর্ক, রীতিনীতি ও পার্থক্যগুলোকে স্বীকার করে নেয়া এবং স্বাস্থ্যসেবায় এর গুরুত্ব বিবেচনা করা। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে জেন্ডার ন্যায্যতা আনার লক্ষ্যে জেন্ডারভিত্তিক সম্পর্ক, রীতিনীতি ও পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সচেতনতার সূত্রপাত ঘটে।

জেন্ডার শোষণমূলক কার্যক্রম (Gender Exploitative Programming)
জেন্ডার শোষণমূলক নীতিমালা বা কর্মসূচিতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের স্বার্থে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে জেন্ডার বৈষম্য এবং গতানুগতিক চিন্তাধারার সুযোগ গ্রহণ করা হয়। এতে বৈষম্যগুলো আরও বেড়ে যায় বা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ক্ষতিকর এই পন্থায় স্বল্পমেয়াদে ফলাফল পাওয়া গেলেও দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

---

[২] Populational Reference Bureau, *The Gender Integration Continuum: Training Session User's Guide.* Washington, DC: Populational Reference Bureau, 2017). পাওয়া যাবে এখানে: https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/12/17-418-GenderContTraining-2017-12-12-1633_FINAL.pdf

জেন্ডার নমনীয় কার্যক্রম (Gender Accommodating Programming)

এমন পন্থায় স্বল্পমেয়াদে হয়তো কিছু সুবিধা পাওয়া যায় বা প্রকল্পের ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়, কিন্তু এতে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস করা বা জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো নিরসনের কোন চেষ্টা করা হয়না।

জেন্ডার রূপান্তরমূলক কার্যক্রম (Gender Transformative Programming)

জেন্ডার রূপান্তরমূলক নীতিমালা ও কর্মসূচিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও সমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জেন্ডারভিত্তিক সম্পর্কগুলো পরিবর্তন বা সংস্কার করার চেষ্টা করা হয়। জেন্ডার সমতা অর্জনে এই পন্থাটি যেসব উপায়ে ভূমিকা রাখতে পারে, তা হল:

- জেন্ডারভিত্তিক ভূমিকা, রীতিনীতি এবং গতিশীলতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে উৎসাহিত করা;
- যেসকল ইতিবাচক রীতিনীতি সমতা অর্জন এবং ক্ষমতায়নের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে সেগুলোকে চিহ্নিত ও জোরদার করা;
- সব বয়সের নারী এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর আপেক্ষিক অবস্থার উন্নয়ন;
- জেন্ডার বৈষম্যের মূলে থাকা সামাজিক কাঠামো, নীতিমালা এবং সমাজে গভীরভাবে গেঁথে থাকা প্রথা ও রীতিনীতির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন।

জেন্ডার নমনীয় কার্যক্রমে প্রচলিত রীতিনীতি মেনে নিয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

অধিবেশন ৩ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ৩(ক)

জেন্ডার দক্ষ পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী [৩]

[৯] USAID/HRH 2030, "Defining and Advancing Gender-Competent Family Planning Service Providers: A Competency Framework and Technical Brief," Second Edition (2020). পাওয়া যাবে এখানে: https://hrh2030program.org/gender-competency-tech-brief/.

১ জেন্ডার সংবেদনশীল যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা	২ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেয়া	৩ পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের সম্পৃক্ততা বাড়ানো
৪ পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রজনন অধিকার এবং মর্যাদা সমর্থন করা	৫ দম্পতিদের নিজেদের মধ্যে ইতিবাচক যোগাযোগ এবং সহযোগিতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা	৬ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ

অধিবেশন ৪ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ৪(ক)

জেন্ডার-সংবেদনশীল কাউন্সেলিং নিয়ে রোল-প্লে বা কেস-স্টাডি সংক্রান্ত কিছু দৃশ্য

দৃশ্য ১ (পরিবার পরিকল্পনা)

ফ্লোরা ও আতিফ দম্পতির ২ বছর বয়সী একটি মেয়ে আছে। তারা ফ্লোরার আইইউডি খোলার জন্য পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে এসেছেন। ২ মাস আগে একজন মাঠকর্মী ফ্লোরার বাড়িতে এসে তাকে কাউন্সেলিং করে যান এবং এর পরপরই তিনি আইইউডি গ্রহণ করেন। ফ্লোরার বাড়িতে কাউন্সেলিং ভিজিটের সময় বা ফ্লোরা যখন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসাবে আইইউডি বেছে নেন, তখন আতিফ কাজের প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে ছিলেন। অবশ্য, আইইউডি স্থাপনের আগে ফ্লোরা তার স্বামীকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

আতিফ এখন বলছেন যে আইইউডি তার পছন্দ নয় কারণ তিনি শুনেছেন যে সহবাসের সময় আইইউডি'র কারণে অস্বস্তি লাগতে পারে। তাই তিনি এখন আইইউডি খুলে ফেলতে ফ্লোরাকে চাপ দিচ্ছেন, যদিও আইইউডি নিয়ে ফ্লোরার নিজের কোনও অভিযোগ নেই।

- *ফ্লোরা ও আতিফের মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক বা যোগাযোগ স্থাপন করতে সেবাদানকারী কী করতে পারেন?*
- *সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করতে সেবাদানকারী কীভাবে ফ্লোরা ও আতিফকে কাউন্সেলিং করতে পারেন?*
- *পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসাবে আইইউডি'র ব্যবহার যে নিরাপদ, সেবাদানকারী কীভাবে সে বিষয়ে আতিফকে কাউন্সেলিং দিতে ও অবগত করতে পারেন?*
- *আইইউডি ব্যবহার অব্যাহত রাখার ব্যাপারে ফ্লোরার পছন্দকে/ইচ্ছাকে সেবাদানকারী কীভাবে সমর্থন দিতে পারেন?*

দৃশ্য ২ (কৈশোরে গর্ভধারণ)

এক অল্পবয়সী নবদম্পতি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে কাউন্সেলিং নিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছেন। ১৭ বছর বয়সে মায়মুনা'র যার সাথে বিয়ে হয় তাকে সে বিয়ের আগে কখনই দেখেনি। মায়মুনা জানায় যে সে এখনই গর্ভধারণ করতে চায় না এবং প্রথমবার গর্ভধারণের আগে আরও কয়েক বছর বিরতি দিতে চায়। কিন্তু তার স্বামী রাফি চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাচ্চা নিতে, কারণ তার বাবা-মা নাতি-নাতনির মুখ দেখতে চান। তাই সে মায়মুনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে এ নিয়ে জোরাজুরি করে যাচ্ছে।

- *নবদম্পতির মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক বা যোগাযোগ স্থাপন করতে সেবাদানকারী কী করতে পারেন?*
- *সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে সেবাদানকারী কীভাবে এই দম্পতিকে কাউন্সেলিং দিতে পারেন?*
- *সেবাদানকারী কীভাবে মেয়েটির দেরিতে গর্ভধারণের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন দিতে পারেন?*

দৃশ্য ৩ (প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা)

রিয়াদ ও দিনা দম্পতির দু'টি সন্তান আছে। দিনা আর কোনও সন্তান নিতে চায় না। ছোটটির বয়স মাত্র ৫ মাস, কিন্তু দিনা এর মধ্যেই আবারও গর্ভবতী। দিনার কথা অনুযায়ী প্রসবের পর তার এখনও মাসিক শুরু হয়নি, কিন্তু তবুও সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। রিয়াদ দিনার থেকে ১০ বছরের বড় এবং সে কোনও রকম পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা পছন্দ করেনা। দিনা জানায় যে সে মাঝে মাঝেই তার স্বামীকে না জানিয়ে পিল খায়। এখন সে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছে দীর্ঘমেয়াদে বা স্থায়ীভাবে সুরক্ষা দিতে পারে, এমন কোনও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেয়ার জন্য।

- *ভবিষ্যতে গর্ভধারণ এড়াতে একটি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বেছে নিতে সেবাদানকারী কীভাবে দিনাকে কাউন্সেলিং করবেন?*
- *স্বামীকে না জানিয়ে গোপনে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে দিনার কোনও ঝুঁকি রয়েছে কিনা?*

দৃশ্য ৪ (প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা)

জয়া নামের একজন নারী একটি ক্লিনিকে সন্তান প্রসব করেন। স্বাস্থ্যকর্মী তাকে পরিবার পরিকল্পনা এবং সঠিক সময়ে ও পর্যাপ্ত বিরতি দিয়ে গর্ভধারণের গুরুত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। তার নিজের ও সন্তানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনার জন্য তারা তাকে পরবর্তী একটি তারিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন। অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ আসার আগে একদিন জয়া তার স্বামী করিমকে এ সম্পর্কে জানান এবং যাতায়াত ও সেবার ফিস বাবদ টাকা দিতে বলেন। করিম তাকে বলেন যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন যে জয়া চাইলে বাচ্চার স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য ক্লিনিকে যেতে পারে, কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেবার জন্যে নয়। ক্লিনিকে এসে জয়া স্বাস্থ্যকর্মীকে বললেন যে তার স্বামী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেয়ার অনুমতি দেননি।

- *সেবা প্রদানকারী কীভাবে জয়াকে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে কাউন্সেলিং করতে পারেন?*
- *দম্পতিদের মাঝে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপন এবং সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে একজন সেবাদানকারী কীভাবে এই দম্পতিকে কাউন্সেলিং দিতে পারেন?*

হ্যান্ডআউট ৪(খ)

জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং সহায়িকা

দ্রষ্টব্য: এটি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কাউন্সেলিং-এর পূর্ণ সহায়িকা নয়

করণীয়:

- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কাউন্সেলিং-এ জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং অন্তর্ভুক্ত করুন।
- নারী সেবাগ্রহীতাদের তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যগুলো সরাসরি তাদের কাছেই দিন, তাদের পুরুষ সঙ্গী/পরিবারের সদস্যের কাছে নয়।
- যেকোনও জেন্ডারের, যেকোনও বয়সের সেবাগ্রহীতাকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (আপনার কাছে রয়েছে এবং তার জন্য উপযুক্ত এমন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে যেকোনওটি) বেছে নিতে দিন।
- সেবাগ্রহীতাকে প্রশ্ন করতে দিন, তার কথা শুনুন এবং নিশ্চিত করুন যে তিনি আপনার কথাগুলো ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন।
- সেবাগ্রহীতা সহজে বুঝতে পারেন এমন শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করুন।
- ভিজিটের সময় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিশ্চিত করুন।

বর্জনীয়:

- পরিবার পরিকল্পনা সেবাসহ যেকোনও ধরণের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার স্বামী, সঙ্গী বা পরিবারের অন্য সদস্যের (যেমন: শাশুড়ি) অনুমতির প্রয়োজন নেই।
- নারী সেবাগ্রহীতার স্বাস্থ্য বা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য তার স্বামী, পুরুষ সঙ্গী বা পরিবারের অন্য কোনও সদস্যকে দেবেন না।

যেভাবে কাউন্সেলিং শুরু করবেন:

- পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?
- আপনি কি চান আপনার স্বামীও (বা সঙ্গী) এই আলোচনায় (কাউন্সেলিং সেশনে) উপস্থিত থাকুন? পরিবার পরিকল্পনা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আলোচনার বিষয়। কিছু পরিবার পরিকলপনা পদ্ধতি আছে যা মেয়েরা ব্যবহার করতে পারেন, যেমন: পরিবার পরিকল্পনা বড়ি ও আইইউডি; আর কিছু পদ্ধতি হল পুরুষদের জন্য, যেমন: ভ্যাসেক্টমি।
- এমন কিছু কি আছে যা আপনার স্বামীকে (বা সঙ্গীকে) আসতে বলার আগে আপনি আমার সাথে আলাপ করে নিতে চান? আমাদের উদ্দেশ্য হল পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে দম্পতিদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া সহজ করা। আপনি আদৌ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেবেন কিনা, বা নিলে কোনটা নেবেন সেটা একান্তই আপনার সিদ্ধান্ত এবং এ বিষয়ে আপনি আমার ওপর নিশ্চিন্তে আস্থা রাখতে পারেন।

সাধারণ ইতিহাস গ্রহণ:

- আপনি কি এর আগে কখনও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন?
- কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন? কোন পদ্ধতি আপনার পছন্দ তা নিয়ে কি আপনার স্বামীর (বা সঙ্গীর) সাথে কখনও কথা হয়েছে?
- আপনার স্বামী বা সঙ্গীর সাথে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে আলাপ করা নিয়ে কি আপনি চিন্তিত?
- আপনার স্বামী বা সঙ্গী কি কখনও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বা কোনও পদ্ধতি সম্পর্কে তার পছন্দ-অপছন্দ বা কোনও উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন?

পদ্ধতি ব্যবহার বন্ধের অনুরোধে করণীয়:

- এই পদ্ধতি আপনি কেন আর ব্যবহার করতে চাইছেন না আমাকে খুলে বলুন।
- আপনি কি সন্তান নিতে (গর্ভধারণ করতে) চাইছেন? (সবসময় আগে সেবাগ্রহীতার দিকে তাকাবেন এবং সঙ্গী নয় বরং তাকেই আগে উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন।)
- কনডম বা আইইউডির মত কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করলে সহবাসের সময় উভয়েরই ক্ষেত্রেই কিছুটা অস্বস্তি লাগতে পারে ঠিকই কিন্তু এসব অস্বস্তি দূর করা করা সম্ভব। চাইলে অন্যান্য পদ্ধতি নিয়েও কথা বলা যেতে পারে।
- কাউন্সেলিং শেষে সেবাগ্রহীতা নারীর কাছে জানতে চান যে তিনি বর্তমান পদ্ধতির ব্যবহার চালিয়ে যেতে চান নাকি পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চান। এরপর তার স্বামী বা সঙ্গীর কাছে জানতে চান, "আপনার মতামত কী?" বা "আপনার কি কিছু জানার আছে?"

কিশোর-কিশোরী অথবা নববিবাহিত দম্পতিকে যেভাবে কাউন্সেলিং দেবেন

- যথাসময়ের আগে সন্তানধারণের ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে তা বুঝিয়ে বলুন।
- গর্ভধারণের জন্য উপযুক্ত সময় এবং পরপর দুইটি গর্ভধারণের মধ্যে বিরতি দেয়ার উপকারিতা সম্পর্কে দম্পতিদের সাথে আলোচনা করুন।
- উভয়কেই (কমবয়সী নারীকে আগে) জিজ্ঞাসা করুন যে পরিবার পরিকল্পনা বা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার নিয়ে কোনও সংশয় বা ভয় রয়েছে কিনা।
- নারী সেবাগ্রহীতাকে জিজ্ঞাসা করুন: প্রথমবার গর্ভধারণের জন্য কোন সময়টি আপনার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে মনে করেন?
- দরকার হলে বলুন যে শাশুড়ির সাথে কথা বলার জন্য পরবর্তীতে একটি ফলো-আপ ভিজিটের তারিখ ঠিক করা যেতে পারে। অথবা স্বাস্থ্যকর্মী বাড়ি গিয়েও তার সাথে কথা বলতে পারেন (যদি এতে গর্ভধারণের উপযুক্ত সময় এবং গর্ভধারণে বিরতি দেয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে জানাতে বা এ নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা ভাঙাতে কোনও সাহায্য করা যায়)। নারী বা দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক যেকোনও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যে আপনার সমর্থন রয়েছে কিংবা আপনি যে তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, সে বিষয়টির ওপর জোর দিন।

অধিবেশন ৫ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ৫(ক)

লাইভস (LIVES) পকেট কার্ড[৪]

কার্ডটি কেটে অথবা কপি করে নিন এবং পকেটে রাখার জন্য ভাঁজ করে নিন

তাৎক্ষণিক ঝুঁকির লক্ষণ

- সহিংসতা মারাত্মক আকার ধারণ করা
- ধারালো বা অন্য কোনও অস্ত্র নিয়ে হুমকি দেয়া
- গলা চেপে ধরা
- গর্ভবতী অবস্থায় মারধর করা
- সবসময় প্রতিহিংসাপরায়ণ
- "আপনার কি মনে হয় সে আপনাকে মেরেও ফেলতে পারত?"

সহিংসতা বিষয়ে জিজ্ঞাস্য

আপনি বলতে পারেন:

"অনেকেরই তাদের স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সাথে সমস্যা হতে পারে, কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য নয়"।

আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন:

"আপনি কি আপনার স্বামীকে (বা সঙ্গীকে) ভয় পান?"
"তিনি বা বাড়ির অন্য কেউ কি আপনাকে আঘাত করার হুমকি দিয়েছে? যদি হ্যাঁ হয়, কবে?"
"সে কি আপনাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে?"
"তিনি কি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেন বা আপনাকে অপমান বা হয়রানি করেন?"
"তিনি কি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন- যেমন, আপনাকে টাকাপয়সা না দেয়া বা বাড়ির বাইরে যেতে না দেয়া?"
"আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার সাথে জোর করে সহবাস করেছেন?"

শুনুন

প্রয়োজন এবং শঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন

সত্যতা সমর্থন করুন

সুরক্ষা বৃদ্ধি করুন

সহযোগিতা করুন

- সহমর্মিতার সাথে মন দিয়ে শুনুন, তৎক্ষণাৎ কোনও উপসংহারে পৌঁছাবেন না।
- তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং বাস্তব প্রয়োজন ও শঙ্কাগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখুন এবং সে অনুযায়ী সাড়া দিন।
- আপনি যে তার কথা বিশ্বাস করেন এবং বুঝতে পারছেন তা তার কাছে স্পষ্ট করুন।
- ভবিষ্যতে সহিংসতার হাত থেকে বাঁচতে কী করতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা করুন।
- প্রয়োজনীয় সেবা ও সামাজিক সহায়তা পেতে তিনি কোথায় যেতে পারেন তা জানিয়ে দিন।

[৪] Source: WHO, Caring for Women Subjected to Violence: A WHO Curriculum for Training Health-care Providers (Geneva: WHO, 2019).

হ্যান্ডআউট ৫(খ)

যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার গোপনীয় তথ্য জানানো নিয়ে রোল-প্লে

দৃশ্য ১

সেবাদানকারীর জন্য তথ্য:

রুবিনা (বয়স ২২, ১টি সন্তান রয়েছে) পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে এসে পরবর্তী গর্ভধারণে বিরতি দেয়ার জন্য সাহায্য চান। তার খুব ঘন ঘন মাথাব্যথা হয়। তিনি অনুরোধ জানান তাকে যেন এমন একটি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি দেয়া হয় যেটাতে তার মাথাব্যাথা হবেনা, মাথাব্যথা হলে তার ভীষণ কষ্ট হয়।

সেবাগ্রহীতার জন্য তথ্য:

সেবাগ্রহীতার নাম রুবিনা, বয়স ২২ বছর। বাড়িতে একটি ছোট শিশু সন্তান রয়েছে, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে এসেছেন পরবর্তী গর্ভধারণের আগে বিরতি নেয়ার জন্যে। রুবিনা বলেন যে তার ঘন ঘন মাথাব্যথা হয় এবং তিনি চান যে তাকে এমন একটি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি দেয়া হবে যেটাতে মাথাব্যথার সমস্যা হবেনা।

নির্ভয়ে বলার সুযোগ পেলে বা প্রশ্ন করা হলে সেবাগ্রহীতা বলবেন যে: ঘরের সব কাজকর্ম শেষ করতে না পারলে তার স্বামী অনেক সময় তাকে মারধর করেন, এমনকি মাথাব্যথা বা গর্ভাবস্থার সময়েও রেহাই পাওয়া যায় না। ভয় হয় যে আবার গর্ভবতী হলে মাথাব্যথা আবারও বেড়ে যাবে এবং সেই সাথে স্বামীর নির্যাতনও বাড়বে। পরিবার পরিকল্পনা বা দু'টি সন্তানের মাঝে বিরতি দেয়ার ব্যাপারে স্বামীর মনোভাব কেমন সেবাগ্রহীতা তা জানেন না।

দৃশ্য ২

সেবাদানকারীর জন্য তথ্য:

মিনা (বয়স ৩৬) স্থায়ী পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্যে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে আসেন।

তিনি জানান যে বাড়িতে তার ৬টি সন্তান রয়েছে এবং ২টি সন্তান খুব অল্প বয়সেই মারা যায়।

মিনার গালে কালশিটে/আঘাতের দাগ ছিল, তিনি খুব ক্ষীণ স্বরে কথা বলছিলেন এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কাউন্সেলিং-এর সময় স্বামীকে রাখতে চান কিনা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই তিনি না করে দিলেন।

সেবাগ্রহীতার জন্য তথ্য:

মিনা, বয়স ৩৬ বছর। স্থায়ী পদ্ধতি করাতে এসেছেন, কারণ ইতিমধ্যে তিনি ৮বার গর্ভবতী হয়েছেন এবং বাড়িতে এখন তার ৬টি সন্তান রয়েছে। সহবাস করতে না চাওয়ার জন্য বা বাড়িঘর যথেষ্ট পরিষ্কার না থাকার অজুহাতে তার স্বামী প্রায়শই তাকে মারধর করেন। মারধরে মিনার একটি দাঁতও পড়ে গেছে এবং একবার তো এত জোরে আঘাত করেছিল যে মিনা জ্ঞানই হারিয়ে ফেলেন।

মিনার পক্ষে আরও সন্তান নেয়া বা আরেকটি গর্ভাবস্থা পার করার মত অবস্থা নেই, কিন্তু স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের জন্যে ক্লিনিকে এসেছেন একথা তার স্বামী জানতে পারলে কী হবে সেকথা ভেবেও ভয় লাগছে।

মিনা সেবাদানকারীকে জানাতে চান না যে তার স্বামী তাকে মারধর করেন কারণ এটা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। আবার এই ভয়ও পাচ্ছেন যে যদি তার স্বামী জানতে পারে যে তিনি কাউকে এসব কথা বলেছেন তাহলে কী অবস্থা হতে পারে।

হ্যান্ডআউট ৫(গ)

লাইভস যোগাযোগ দক্ষতা এবং উপায় [৫]

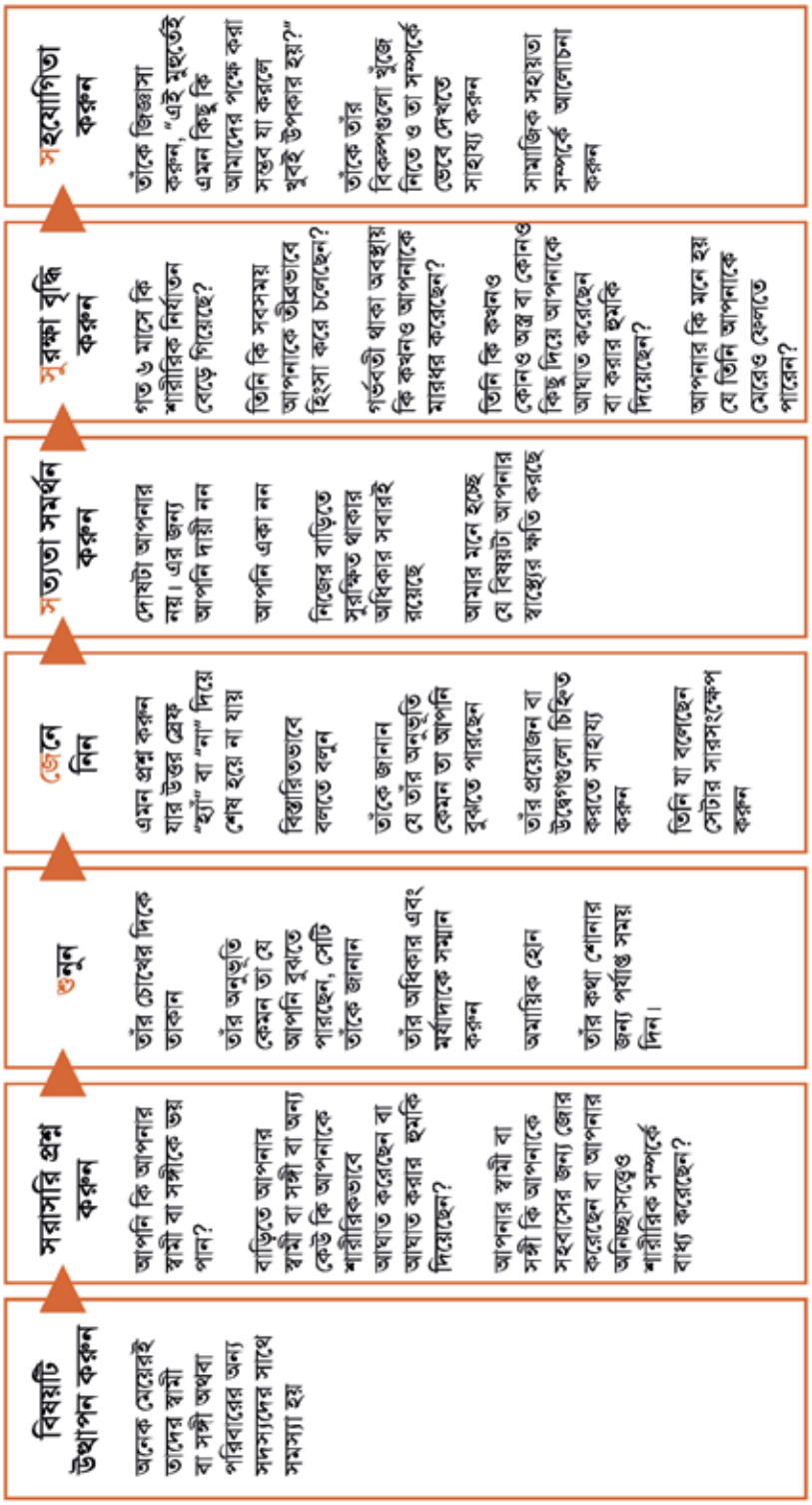

[৫] WHO, "Handout 6A" in Caring for women subjected to violence: A WHO curriculum for training health-care providers (2019). Available at: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/caring-for-women-subject-to-violence/en/.

হ্যান্ডআউট ৬

প্রশিক্ষণ সহায়ক উপস্থাপনা

1

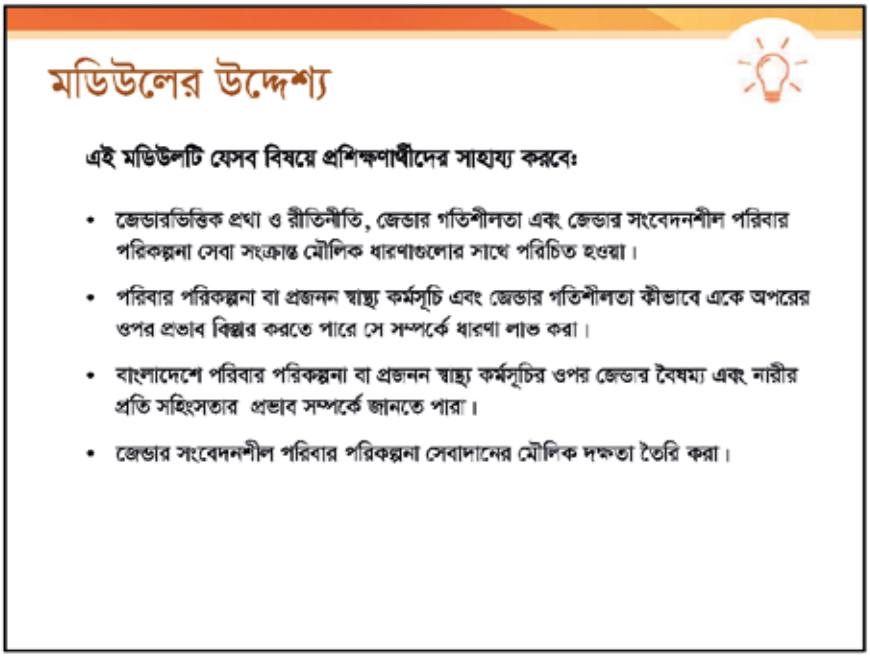

2

অধিবেশন ১
পরিবার পরিকল্পনা বা প্রজনন স্বাস্থ্যে জেন্ডারের ভূমিকা
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ১

3

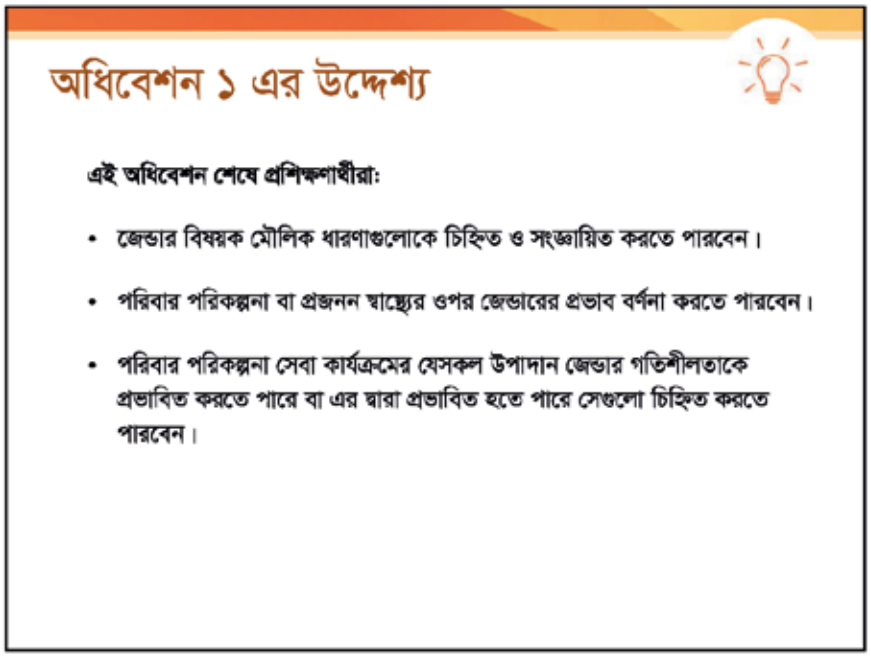
অধিবেশন ১ এর উদ্দেশ্য
এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:
• জেন্ডার বিষয়ক মৌলিক ধারণাগুলোকে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
• পরিবার পরিকল্পনা বা প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর জেন্ডারের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
• পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রমের যেসকল উপাদান জেন্ডার গতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে বা এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে সেগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

4

5

জেন্ডার সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা

- **বায়োলজিক্যাল সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গ (Biological Sex)** বলতে জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষকে নারী, পুরুষ অথবা ইন্টারসেক্স হিসাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করাকে বোঝায়। জন্মের সময় সুনির্দিষ্ট কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন ক্রোমোজোম, হরমোন, দেহাভ্যন্তরের প্রজনন অঙ্গ এবং বাহ্যিক যৌনাঙ্গের ভিত্তিতে নবজাতকের জৈবিক লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় (USAID IGWG)

- **জেন্ডার (Gender)** – বলতে নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরী এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি (যেমন- ট্রান্সজেন্ডার) – প্রত্যেকের জন্য সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিছু ভূমিকা, রীতিনীতি এবং আচার আচরণ রয়েছে সেই বিষয়টি বোঝায়। এসব বিষয় আসলে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠে যা জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম এবং সংস্কৃতি ভেদে অনেকটাই ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, অনেক সমাজে জেন্ডারভিত্তিক একটি সাধারণ রীতি হল বাড়ির বেশির ভাগ কাজের দায়িত্ব মেয়েদের বলে মনে করা হয়।

6

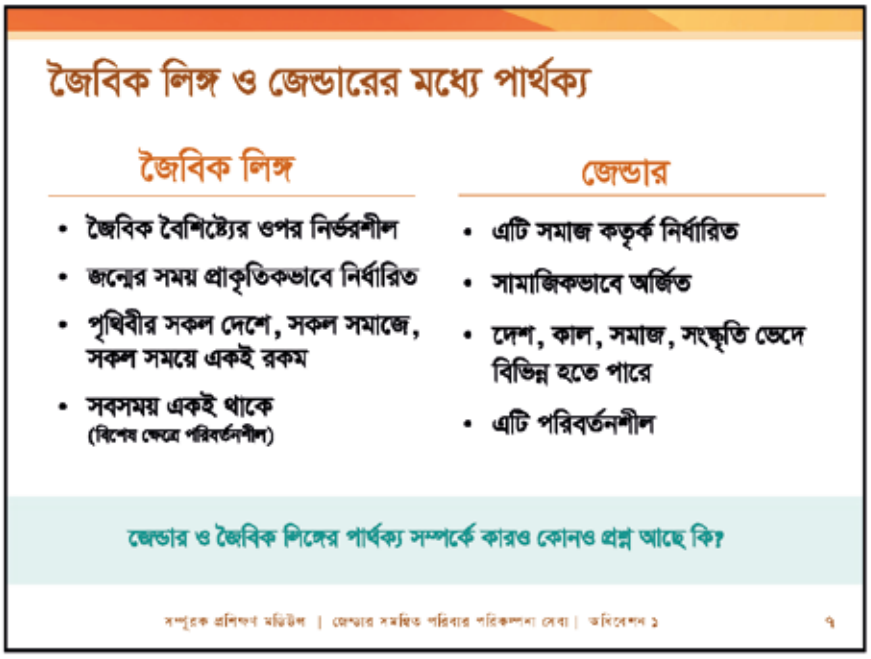
জৈবিক লিঙ্গ ও জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য
জৈবিক লিঙ্গ
• জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল
• জন্মের সময় প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত
• পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে, সকল সময়ে একই রকম
• সবসময় একই থাকে
(বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল)
জেন্ডার
• এটি সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত
• সামাজিকভাবে অর্জিত
• দেশ, কাল, সমাজ, সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন হতে পারে
• এটি পরিবর্তনশীল
জেন্ডার ও জৈবিক লিঙ্গের পার্থক্য সম্পর্কে কারও কোনও প্রশ্ন আছে কি?
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ১
৭

7

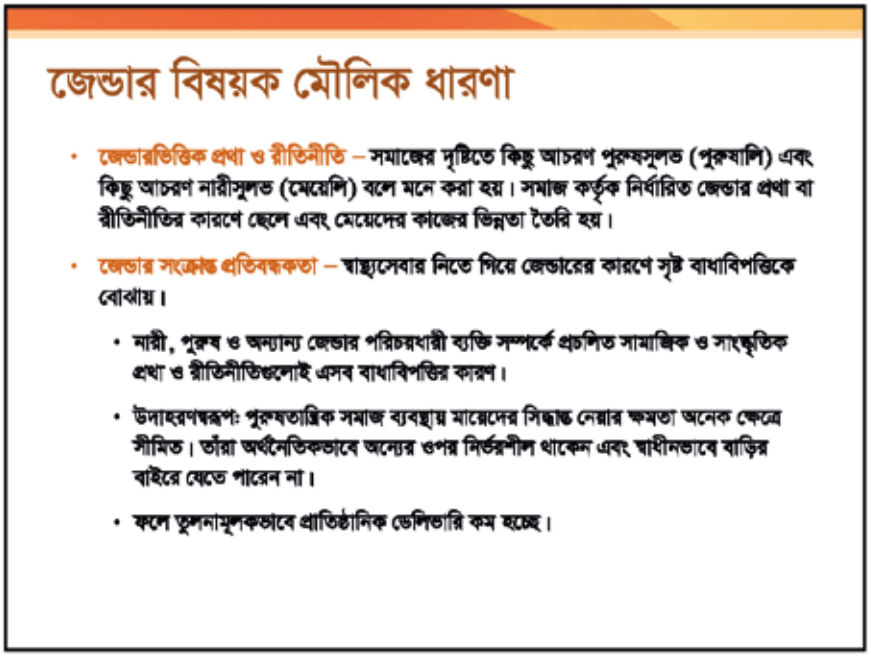
জেন্ডার বিষয়ক মৌলিক ধারণা
• জেন্ডারভিত্তিক প্রথা ও রীতিনীতি – সমাজের দৃষ্টিতে কিছু আচরণ পুরুষসুলভ (পুরুষালি) এবং কিছু আচরণ নারীসুলভ (মেয়েলি) বলে মনে করা হয়। সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত জেন্ডার প্রথা বা রীতিনীতির কারণে ছেলে এবং মেয়েদের কাজের ভিন্নতা তৈরি হয়।
• জেন্ডার সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা – স্বাস্থ্যসেবার নিতে গিয়ে জেন্ডারের কারণে সৃষ্ট বাধাবিপত্তিকে বোঝায়।
• নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও রীতিনীতিগুলোই এসব বাধাবিপত্তির কারণ।
• উদাহরণস্বরূপ: পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মায়েদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকেন এবং স্বাধীনভাবে বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না।
• ফলে তুলনামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি কম হচ্ছে।

8

জেন্ডার সমতা ও ন্যায্যতা

সমতা	ন্যায্যতা
• সমতা মানে সবকিছু সমান হওয়া	• ন্যায্যতা মানে সুবিচার
• সবাইকে সমানভাবে দেয়া	• সবার জন্য সমান সুযোগ থাকা
• শুরু থেকেই সবার অবস্থা এক হলে এটি সম্ভব	• সমতা অর্জন করতে হলে ন্যায্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন

জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য সবাইকে একই হতে হবে এমন নয়

সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ১ ৯

9

সমতা বনাম ন্যায্যতা

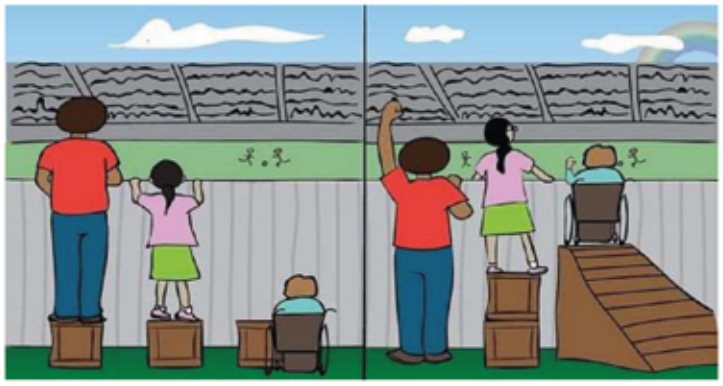

সমতা ন্যায্যতা

10

অধিবেশন ২
জেন্ডার সচেতন সেবা প্রদানের ধারাবাহিকতা (কন্টিনিউয়াম)
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

11

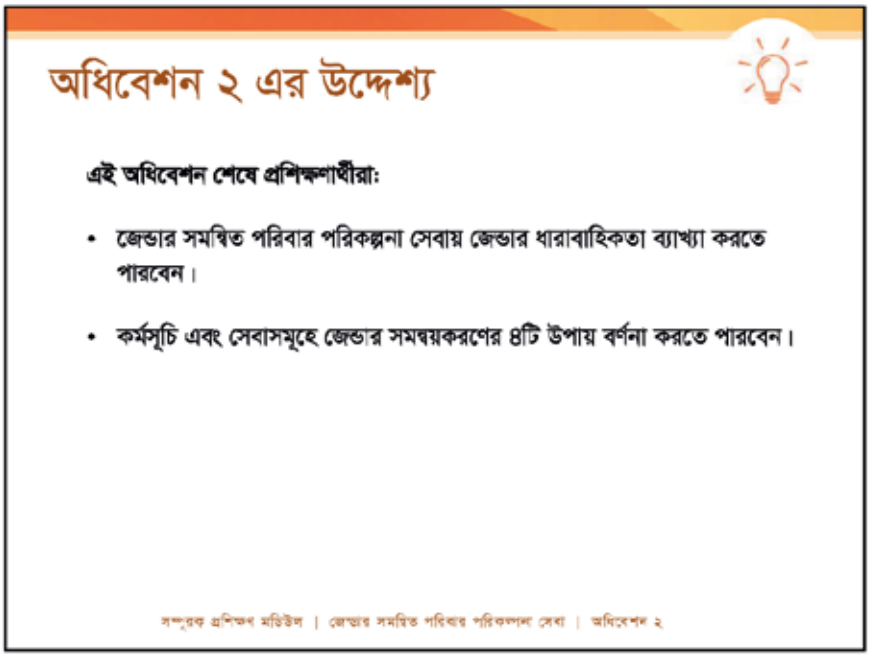
অধিবেশন ২ এর উদ্দেশ্য
এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:
• জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবায় জেন্ডার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
• কর্মসূচি এবং সেবাসমূহে জেন্ডার সমন্বয়করণের ৪টি উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

12

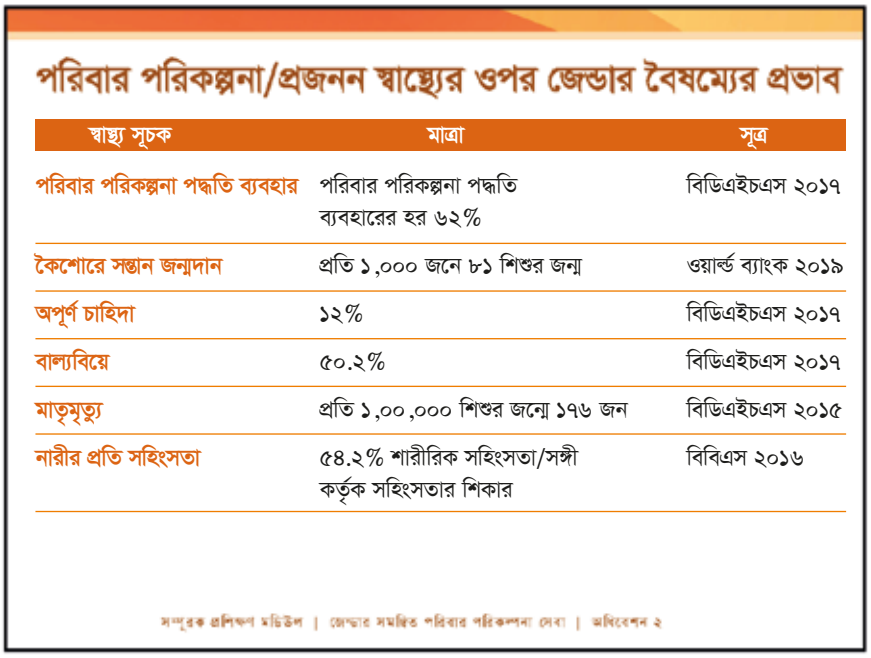
পরিবার পরিকল্পনা/প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব
স্বাস্থ্য সূচক
মাত্রা
সূত্র
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হর ৬২%
বিডিএইচএস ২০১৭
কৈশোরে সন্তান জন্মদান
প্রতি ১,০০০ জনে ৮১ শিশুর জন্ম
ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২০১৯
অপূর্ণ চাহিদা
১২%
বিডিএইচএস ২০১৭
বাল্যবিয়ে
৫০.২%
বিডিএইচএস ২০১৭
মাতৃমৃত্যু
প্রতি ১,০০,০০০ শিশুর জন্মে ১৭৬ জন
বিডিএইচএস ২০১৫
নারীর প্রতি সহিংসতা
৫৪.২% শারীরিক সহিংসতা/সঙ্গী কর্তৃক সহিংসতার শিকার
বিবিএস ২০১৬
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

13

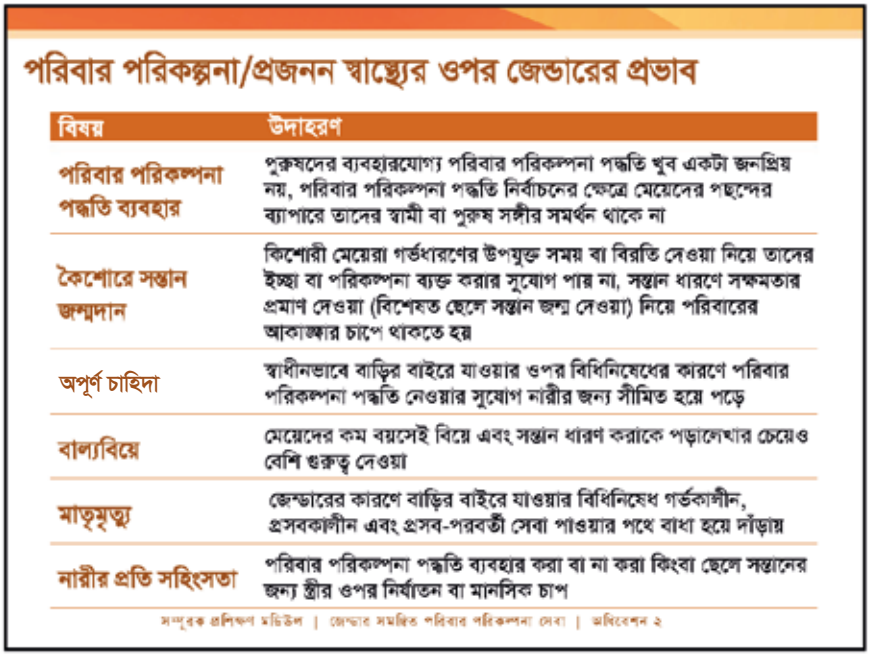
পরিবার পরিকল্পনা/প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর জেন্ডারের প্রভাব
বিষয়
উদাহরণ
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার
পুরুষদের ব্যবহারযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি খুব একটা জনপ্রিয় নয়, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেয়েদের পছন্দের ব্যাপারে তাদের স্বামী বা পুরুষ সঙ্গীর সমর্থন থাকে না
কৈশোরে সন্তান জন্মদান
কিশোরী মেয়েরা গর্ভধারণের উপযুক্ত সময় বা বিরতি দেওয়া নিয়ে তাদের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ব্যক্ত করার সুযোগ পায় না, সন্তান ধারণে সক্ষমতার প্রমাণ দেওয়া (বিশেষত ছেলে সন্তান জন্ম দেওয়া) নিয়ে পরিবারের আকাঙ্ক্ষার চাপে থাকতে হয়
অপূর্ণ চাহিদা
স্বাধীনভাবে বাড়ির বাইরে যাওয়ার ওপর বিধিনিষেধের কারণে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেওয়ার সুযোগ নারীর জন্য সীমিত হয়ে পড়ে
বাল্যবিয়ে
মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ে এবং সন্তান ধারণ করাকে পড়ালেখার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া
মাতৃমৃত্যু
জেন্ডারের কারণে বাড়ির বাইরে যাওয়ার বিধিনিষেধ গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব-পরবর্তী সেবা পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়
নারীর প্রতি সহিংসতা
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা বা না করা কিংবা ছেলে সন্তানের জন্য স্ত্রীর ওপর নির্যাতন বা মানসিক চাপ
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

14

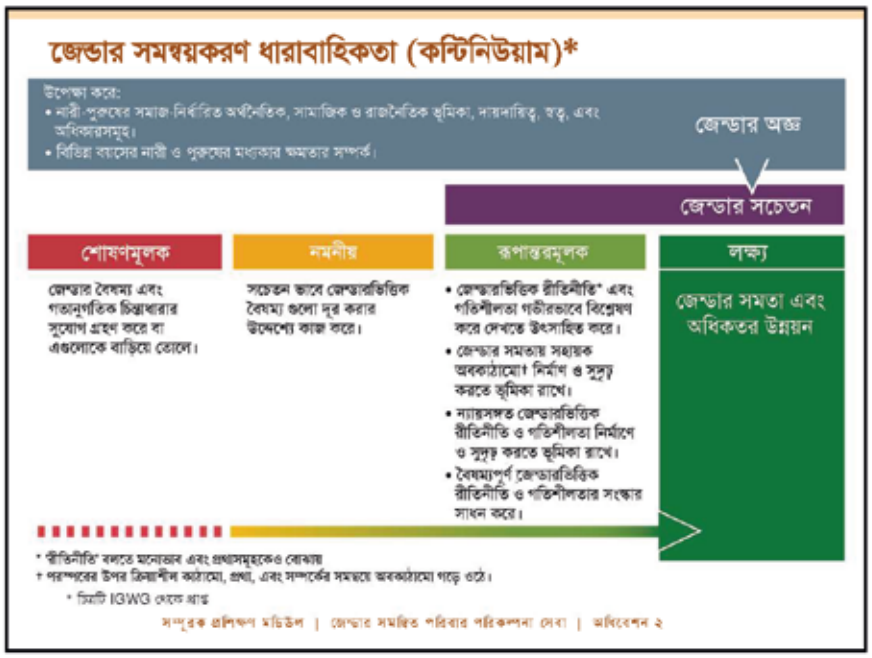

জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা (কন্টিনিউয়াম)*
উপেক্ষা করে:
• নারী-পুরুষের সমাজ-নির্ধারিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, দায়দায়িত্ব, স্বত্ব, এবং অধিকারসমূহ।
• বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক।
জেন্ডার অন্ধ
জেন্ডার সচেতন
শোষণমূলক
নমনীয়
রূপান্তরমূলক
লক্ষ্য
জেন্ডার বৈষম্য এবং গতানুগতিক চিন্তাধারার সুযোগ গ্রহণ করে বা এগুলোকে বাড়িয়ে তোলে।
সচেতন ভাবে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য গুলো দূর করার উদ্দেশ্যে কাজ করে।
• জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি* এবং গতিশীলতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে উৎসাহিত করে।
• জেন্ডার সমতায় সহায়ক অবকাঠামো† নির্মাণ ও সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখে।
• ন্যায়সঙ্গত জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি ও গতিশীলতা নির্মাণে ও সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখে।
• বৈষম্যপূর্ণ জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি ও গতিশীলতার সংস্কার সাধন করে।
জেন্ডার সমতা এবং অধিকতর উন্নয়ন
* 'রীতিনীতি' বলতে মনোভাব এবং প্রথাসমূহকেও বোঝায়
† পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল কাঠামো, প্রথা, এবং সম্পর্কের সমন্বয়ে অবকাঠামো গড়ে ওঠে।
* চিত্রটি IGWG থেকে প্রাপ্ত
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

15

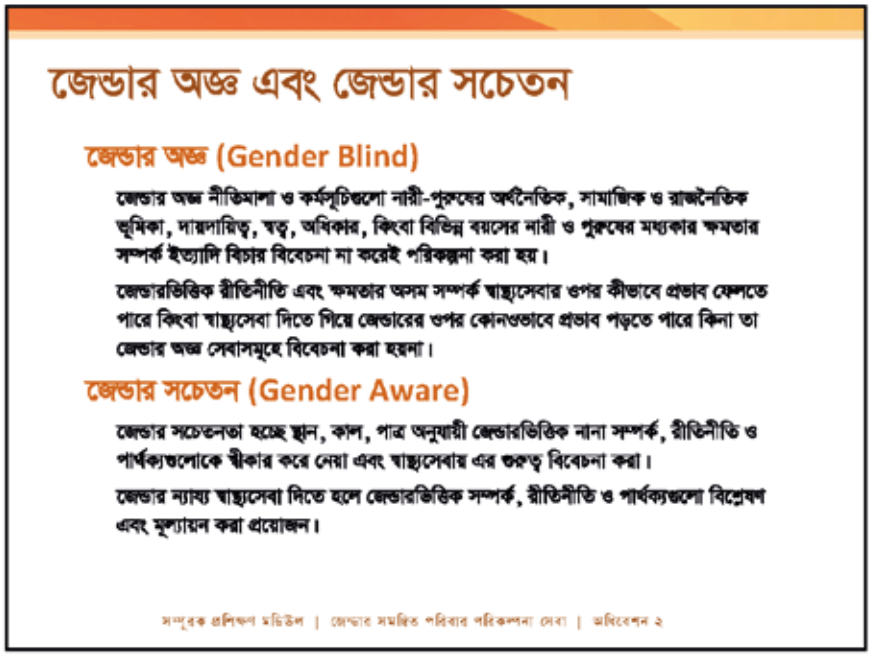

জেন্ডার অন্ধ এবং জেন্ডার সচেতন
জেন্ডার অন্ধ (Gender Blind)
জেন্ডার অন্ধ নীতিমালা ও কর্মসূচিগুলো নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, দায়দায়িত্ব, স্বত্ব, অধিকার, কিংবা বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার বিবেচনা না করেই পরিকল্পনা করা হয়।
জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি এবং ক্ষমতার অসম সম্পর্ক স্বাস্থ্যসেবার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে কিংবা স্বাস্থ্যসেবা দিতে গিয়ে জেন্ডারের ওপর কোনওভাবে প্রভাব পড়তে পারে কিনা তা জেন্ডার অন্ধ সেবাসমূহে বিবেচনা করা হয়না।
জেন্ডার সচেতন (Gender Aware)
জেন্ডার সচেতনতা হচ্ছে স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক নানা সম্পর্ক, রীতিনীতি ও পার্থক্যগুলোকে স্বীকার করে নেয়া এবং স্বাস্থ্যসেবায় এর গুরুত্ব বিবেচনা করা।
জেন্ডার ন্যায্য স্বাস্থ্যসেবা দিতে হলে জেন্ডারভিত্তিক সম্পর্ক, রীতিনীতি ও পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

16

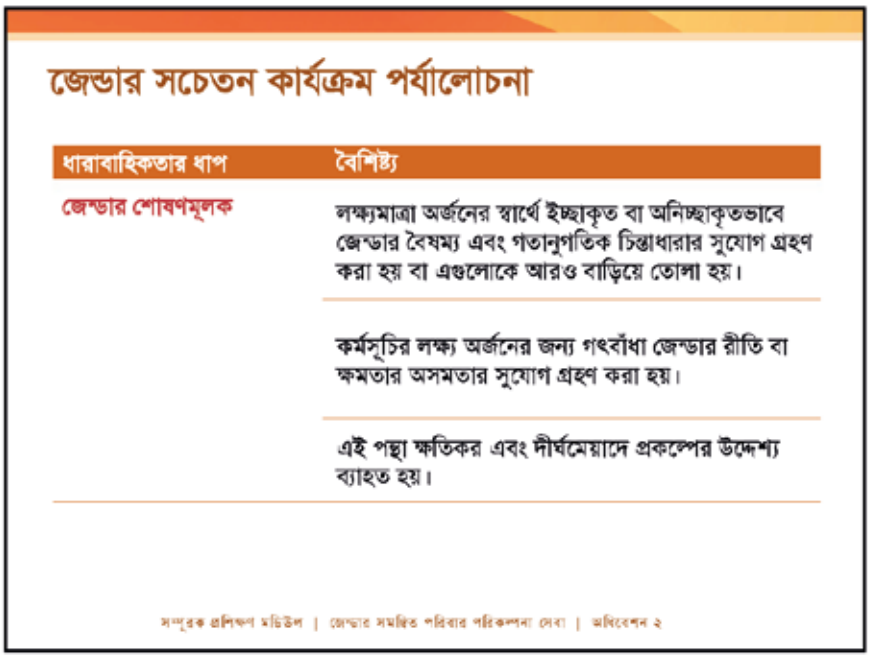
জেন্ডার সচেতন কার্যক্রম পর্যালোচনা
ধারাবাহিকতার ধাপ
বৈশিষ্ট্য
জেন্ডার শোষণমূলক
লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে জেন্ডার বৈষম্য এবং গতানুগতিক চিন্তাধারার সুযোগ গ্রহণ করা হয় বা এগুলোকে আরও বাড়িয়ে তোলা হয়।
কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৎবাঁধা জেন্ডার রীতি বা ক্ষমতার অসমতার সুযোগ গ্রহণ করা হয়।
এই পন্থা ক্ষতিকর এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

17

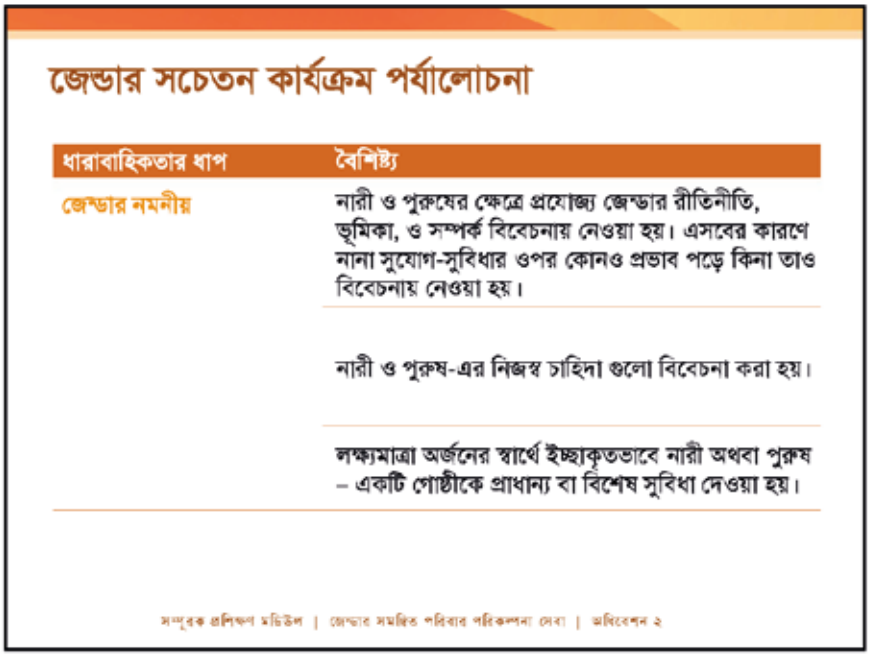
জেন্ডার সচেতন কার্যক্রম পর্যালোচনা
ধারাবাহিকতার ধাপ
বৈশিষ্ট্য
জেন্ডার নমনীয়
নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জেন্ডার রীতিনীতি, ভূমিকা, ও সম্পর্ক বিবেচনায় নেওয়া হয়। এসবের কারণে নানা সুযোগ-সুবিধার ওপর কোনও প্রভাব পড়ে কিনা তাও বিবেচনায় নেওয়া হয়।
নারী ও পুরুষ-এর নিজস্ব চাহিদা গুলো বিবেচনা করা হয়।
লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে নারী অথবা পুরুষ – একটি গোষ্ঠীকে প্রাধান্য বা বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

18

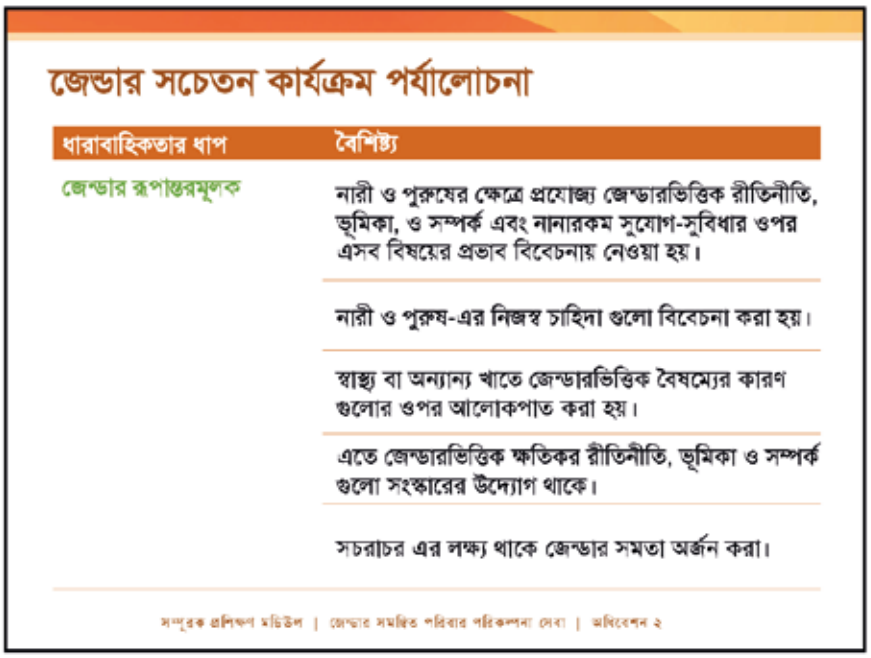
জেন্ডার সচেতন কার্যক্রম পর্যালোচনা
ধারাবাহিকতার ধাপ
বৈশিষ্ট্য
জেন্ডার রূপান্তরমূলক
নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি, ভূমিকা, ও সম্পর্ক এবং নানারকম সুযোগ-সুবিধার ওপর এসব বিষয়ের প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হয়।
নারী ও পুরুষ-এর নিজস্ব চাহিদা গুলো বিবেচনা করা হয়।
স্বাস্থ্য বা অন্যান্য খাতে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যের কারণ গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়।
এতে জেন্ডারভিত্তিক ক্ষতিকর রীতিনীতি, ভূমিকা ও সম্পর্ক গুলো সংস্কারের উদ্যোগ থাকে।
সচরাচর এর লক্ষ্য থাকে জেন্ডার সমতা অর্জন করা।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

19

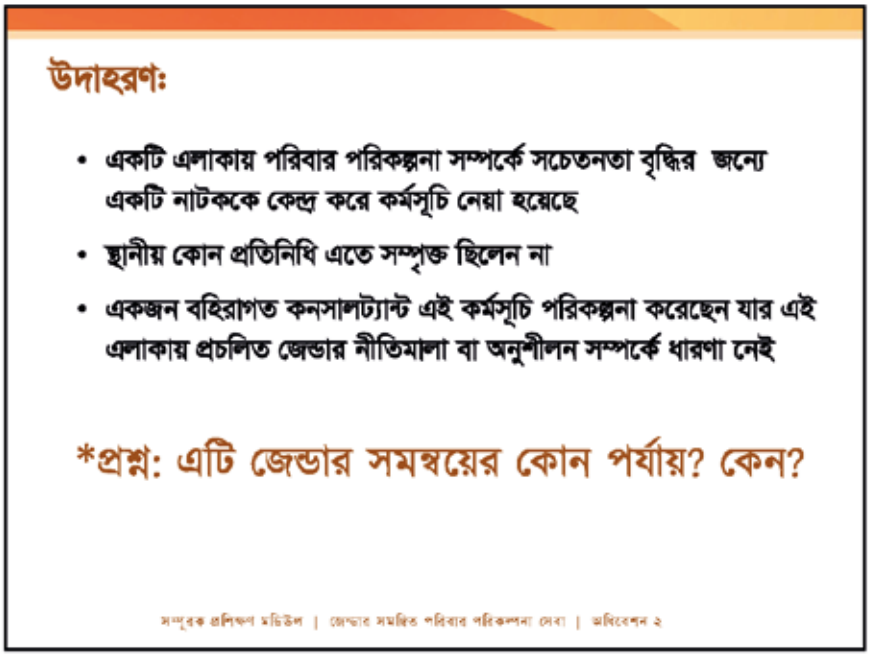
উদাহরণঃ
• একটি এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে একটি নাটককে কেন্দ্র করে কর্মসূচি নেয়া হয়েছে
• স্থানীয় কোন প্রতিনিধি এতে সম্পৃক্ত ছিলেন না
• একজন বহিরাগত কনসালট্যান্ট এই কর্মসূচি পরিকল্পনা করেছেন যার এই এলাকায় প্রচলিত জেন্ডার নীতিমালা বা অনুশীলন সম্পর্কে ধারণা নেই
*প্রশ্ন: এটি জেন্ডার সমন্বয়ের কোন পর্যায়? কেন?
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

20

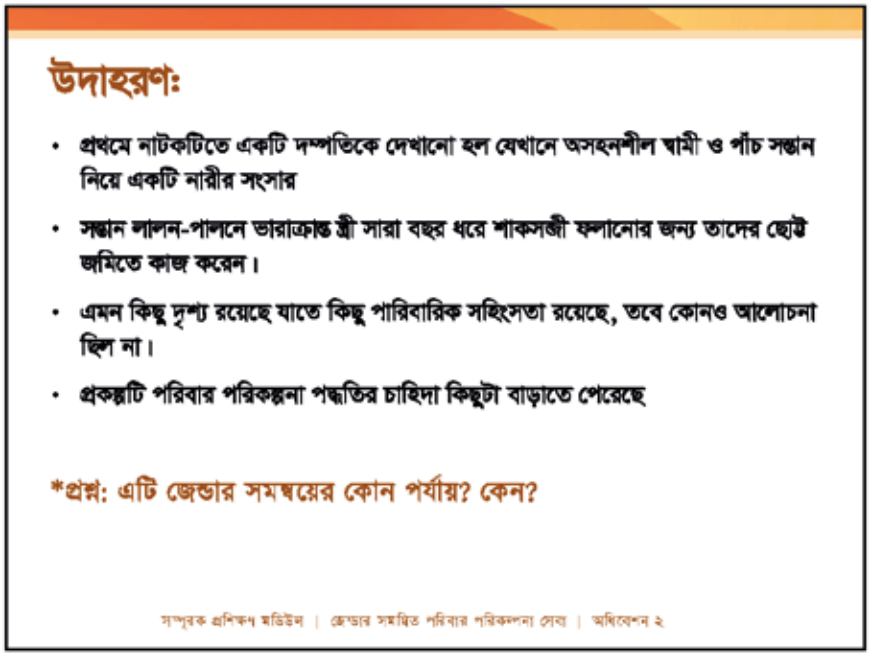
উদাহরণ:
• প্রথমে নাটকটিতে একটি দম্পতিকে দেখানো হল যেখানে অসহনশীল স্বামী ও পাঁচ সন্তান নিয়ে একটি নারীর সংসার
• সন্তান লালন-পালনে ভারাক্রান্ত স্ত্রী সারা বছর ধরে শাকসব্জী ফলানোর জন্য তাদের ছোট্ট জমিতে কাজ করেন।
• এমন কিছু দৃশ্য রয়েছে যাতে কিছু পারিবারিক সহিংসতা রয়েছে, তবে কোনও আলোচনা ছিল না।
• প্রকল্পটি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির চাহিদা কিছুটা বাড়াতে পেরেছে
*প্রশ্ন: এটি জেন্ডার সমন্বয়ের কোন পর্যায়? কেন?
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

21

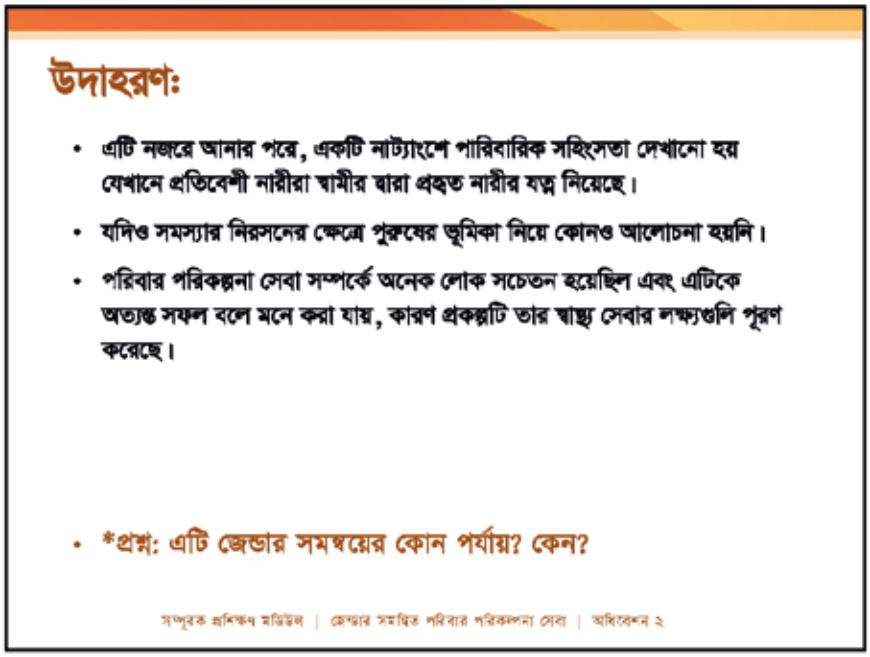
উদাহরণ:
• এটি নজরে আনার পরে, একটি নাট্যাংশে পারিবারিক সহিংসতা দেখানো হয় যেখানে প্রতিবেশী নারীরা স্বামীর দ্বারা প্রহৃত নারীর যত্ন নিয়েছে।
• যদিও সমস্যার নিরসনের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।
• পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্পর্কে অনেক লোক সচেতন হয়েছিল এবং এটিকে অত্যন্ত সফল বলে মনে করা যায়, কারণ প্রকল্পটি তার স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যগুলি পূরণ করেছে।
• *প্রশ্ন: এটি জেন্ডার সমন্বয়ের কোন পর্যায়? কেন?
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

22

উদাহরণঃ

- পরবর্তীতে নাটকের আরও একটি পট পরিবর্তনে পারিবারিক সহিংসতা দেখানো হয়েছে যেখানে নারীটিকে কিছু কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী (এইচএ/এফডব্লিউএ) পরামর্শ দিচ্ছে এবং তাকে স্থানীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির (এনএনপিসি) সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়েছে।
- নাটকে অন্য পুরুষ ও নারী একত্রে পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে আলোচনা করছিল এবং জেন্ডার ভূমিকা ও দায় দায়িত্ব নিয়ে কথা বলছিল এবং ইতিবাচক আচরণ করছিল।
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কমিউনিটির পুরুষ/কিশোর ও নারী/কিশোরীদের মধ্যে ইতিবাচক ও স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের প্রচারের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে

- ***প্রশ্ন: এটি জেন্ডার সমন্বয়ের কোন পর্যায়ে? কেন?**

সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

23

উদাহরণ: পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রচারাভিযান

পদক্ষেপ	শোষণমূলক	নমনীয়	রূপান্তরমূলক
পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সচেতনতা তৈরিতে ধারাবাহিক নাটিকা নির্মাণ করা হয়।	ধারাবাহিকের চরিত্র গুলো হল – একজন অবিবেচক স্বামী ও তাঁর স্ত্রী (যাদের ৫টি সন্তান আছে এবং সম্বল বলতে ছোট একটি চাষের জমি)। যেসকল পর্বে পারিবারিক সহিংসতার বিষয় রয়েছে সেগুলোতে কোনও রকম আলোচনা ছাড়াই সহিংসতার ঘটনা গুলো তুলে ধরা হয়েছে। সচেতনতা তৈরির দিক থেকে এই কর্মসূচি খুবই সফল বলে ধরে নেওয়া যায়, কারণ এর ফলে পরিবার পরিকল্পনার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে আসল বার্তাটি আদতে কারও কাছে পৌঁছায়নি। ফলে কমিউনিটিতে জেন্ডার সহিংসতার চিত্রটিও অপরিবর্তিত থেকে যায়।	পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে একটি পর্বে দেখানো হয় যে প্রতিদিন স্বামীর হাতে নির্যাতিত হন এমন একজন নারীর শুশ্রূষা করছেন অপর একজন নারী। কিন্তু নির্যাতন থামাতে একজন পুরুষের ভূমিকা কী হতে পারে সে বিষয়ে এতে কিছুই বলা হয়নি। এই কর্মসূচিটিরও লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, কারণ এতে অনেক মানুষ পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সচেতন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য তো কমেইনি, এমনকি এ নিয়ে কথা বলার মত পরিবেশও তৈরি হয়নি। এতে নারীর প্রতি সহিংসতাকে আসলে এক প্রকার মেনেই নেওয়া হয়েছে – লক্ষণ গুলোর ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা হয়তো নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কারণ গুলোর কোনও প্রতিকার হয়নি।*	পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে একটি পর্বে কমিউনিটির ভূমিকা এবং কাউন্সেলিং সেবার বিষয় গুলো তুলে ধরা হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ সকলেই বিভিন্ন জেন্ডার ভূমিকা খতিয়ে দেখতে এবং ইতিবাচক আচরণের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেন। কর্মসূচিটি দুই দিক থেকে সফল ছিল। একদিকে ছিল পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া, অন্যদিকে ছিল পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে সব বয়সের নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্থ ও ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

* কোনও কোনও ক্ষেত্রে সহিংসতার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমেই একটি সামাজিক নিয়মের সূচনা ঘটতে পারে। তাই, এটিও রূপান্তরমূলক একটি উদ্যোগের উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ২

24

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি

- বিডিএইচএস-এর তথ্য অনুযায়ী পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতির হার কমে যাচ্ছে
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার, বা পদ্ধতিগুলোর ভালোমন্দ দিক নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলাপের হারও খুবই কম
- নারীর প্রতি সহিংসেতা নিয়ে ২০১৫ জাতীয় জরিপে প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বলপ্রয়োগের ঘটনা অধিক হারে ঘটতে দেখা যায়:
  - ৩৬.১% নারীর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার আগে অনুমতির প্রয়োজন হয়
  - ৪৯.৬% নারী তার স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসেতার শিকার হন
  - ৬.৪% নারীকে জোরপূর্বক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে বাধ্য করা হয়
- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কাউন্সেলিং-এ যে বিষয়গুলো প্রায়শই অন্তর্ভুক্ত হয় না:
  - অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসেতায় বিবেচ্য ও করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা
  - নারীর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ কতখানি তা জানতে চেষ্টা করা
  - জেন্ডারভিত্তিক প্রত্যাশা বা বৈষম্য বলতে সেবাগ্রহীতা কী বোঝেন তা জানা

25

জেন্ডার ধারাবাহিকতা — কোনও ক্ষতি না করা

26

অধিবেশন ৩
জেন্ডার দক্ষ সেবার ব্যবস্থা
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩

27

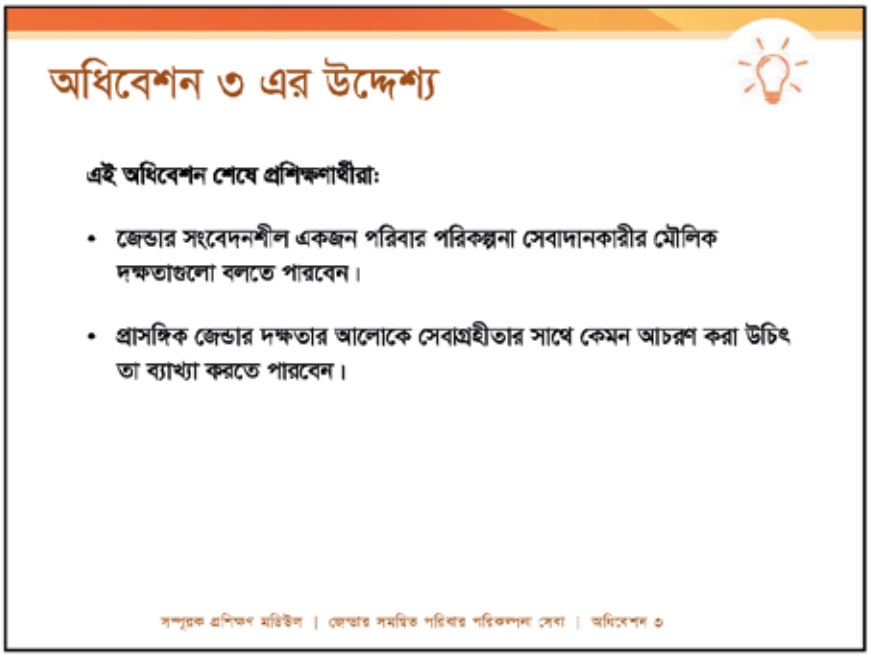
অধিবেশন ৩ এর উদ্দেশ্য
এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:
• জেন্ডার সংবেদনশীল একজন পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীর মৌলিক দক্ষতাগুলো বলতে পারবেন।
• প্রাসঙ্গিক জেন্ডার দক্ষতার আলোকে সেবাগ্রহীতার সাথে কেমন আচরণ করা উচিৎ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩

28

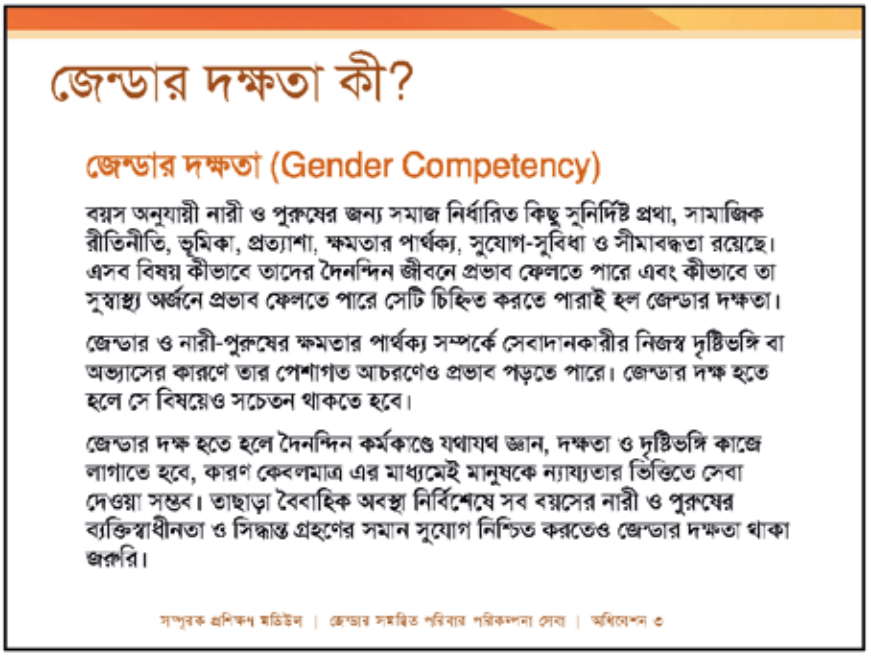
জেন্ডার দক্ষতা কী?
জেন্ডার দক্ষতা (Gender Competency)
বয়স অনুযায়ী নারী ও পুরুষের জন্য সমাজ নির্ধারিত কিছু সুনির্দিষ্ট প্রথা, সামাজিক রীতিনীতি, ভূমিকা, প্রত্যাশা, ক্ষমতার পার্থক্য, সুযোগ-সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব বিষয় কীভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে এবং কীভাবে তা সুস্বাস্থ্য অর্জনে প্রভাব ফেলতে পারে সেটি চিহ্নিত করতে পারাই হল জেন্ডার দক্ষতা।
জেন্ডার ও নারী-পুরুষের ক্ষমতার পার্থক্য সম্পর্কে সেবাদানকারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা অভ্যাসের কারণে তার পেশাগত আচরণেও প্রভাব পড়তে পারে। জেন্ডার দক্ষ হতে হলে সে বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে।
জেন্ডার দক্ষ হতে হলে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কাজে লাগাতে হবে, কারণ কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই মানুষকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সেবা দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে সব বয়সের নারী ও পুরুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতেও জেন্ডার দক্ষতা থাকা জরুরি।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩

29

জেন্ডার দক্ষ পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী
১
জেন্ডার সংবেদনশীল যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা
২
ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া
৩
পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের সম্পৃক্ততা বাড়ানো
৪
পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রজনন অধিকার এবং মর্যাদা সমর্থন করা
৫
দম্পতিদের নিজেদের মধ্যে ইতিবাচক যোগাযোগ এবং সহযোগিতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা
৬
জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩

30

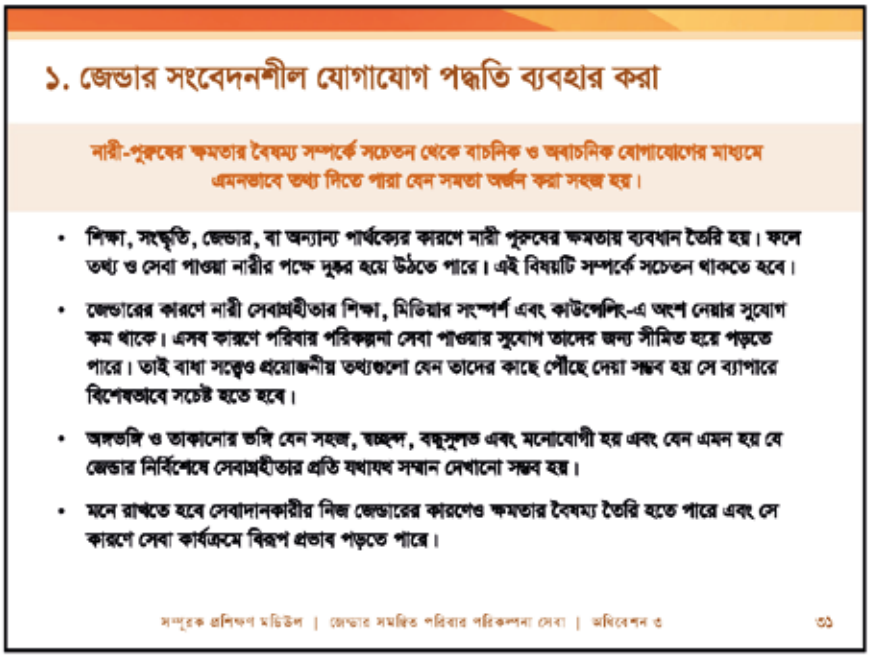
১. জেন্ডার সংবেদনশীল যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা
নারী-পুরুষের ক্ষমতার বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন থেকে বাচনিক ও অবাচনিক যোগাযোগের মাধ্যমে এমনভাবে তথ্য দিতে পারা যেন সমতা অর্জন করা সহজ হয়।
• শিক্ষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, বা অন্যান্য পার্থক্যের কারণে নারী পুরুষের ক্ষমতায় ব্যবধান তৈরি হয়। ফলে তথ্য ও সেবা পাওয়া নারীর পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠতে পারে। এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
• জেন্ডারের কারণে নারী সেবাগ্রহীতার শিক্ষা, মিডিয়ার সংস্পর্শ এবং কাউন্সেলিং-এ অংশ নেয়ার সুযোগ কম থাকে। এসব কারণে পরিবার পরিকল্পনা সেবা পাওয়ার সুযোগ তাদের জন্য সীমিত হয়ে পড়তে পারে। তাই বাধা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো যেন তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় সে ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে।
• অঙ্গভঙ্গি ও তাকানোর ভঙ্গি যেন সহজ, স্বচ্ছন্দ, বন্ধুসুলভ এবং মনোযোগী হয় এবং যেন এমন হয় যে জেন্ডার নির্বিশেষে সেবাগ্রহীতার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো সম্ভব হয়।
• মনে রাখতে হবে সেবাদানকারীর নিজ জেন্ডারের কারণেও ক্ষমতার বৈষম্য তৈরি হতে পারে এবং সে কারণে সেবা কার্যক্রমে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩ ৩১

31

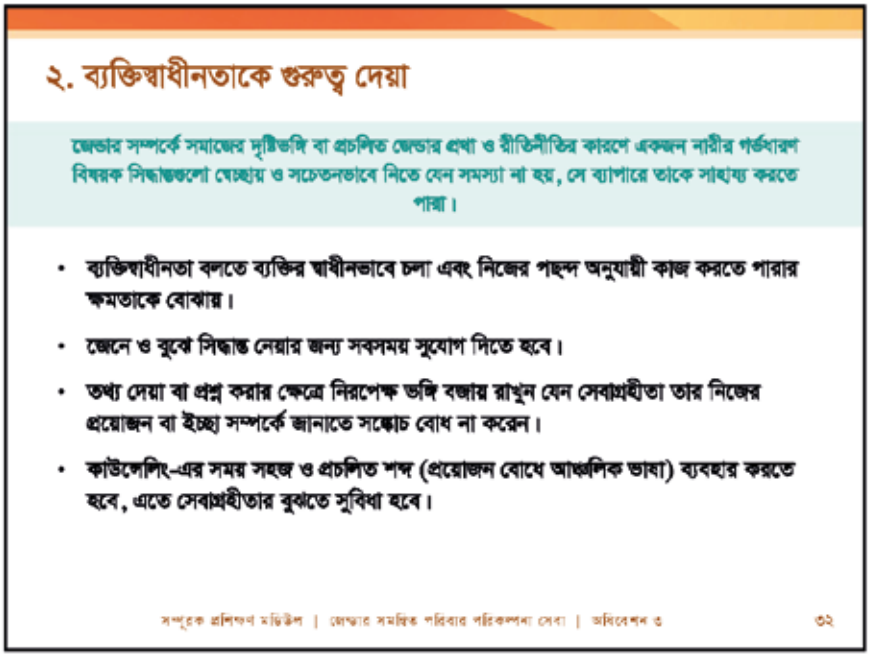
২. ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেয়া
জেন্ডার সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রচলিত জেন্ডার প্রথা ও রীতিনীতির কারণে একজন নারীর গর্ভধারণ বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে নিতে যেন সমস্যা না হয়, সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারা।
• ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চলা এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে পারার ক্ষমতাকে বোঝায়।
• জেনে ও বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সবসময় সুযোগ দিতে হবে।
• তথ্য দেয়া বা প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভঙ্গি বজায় রাখুন যেন সেবাগ্রহীতা তার নিজের প্রয়োজন বা ইচ্ছা সম্পর্কে জানাতে সঙ্কোচ বোধ না করেন।
• কাউন্সেলিং-এর সময় সহজ ও প্রচলিত শব্দ (প্রয়োজন বোধে আঞ্চলিক ভাষা) ব্যবহার করতে হবে, এতে সেবাগ্রহীতার বুঝতে সুবিধা হবে।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩ ৩২

32

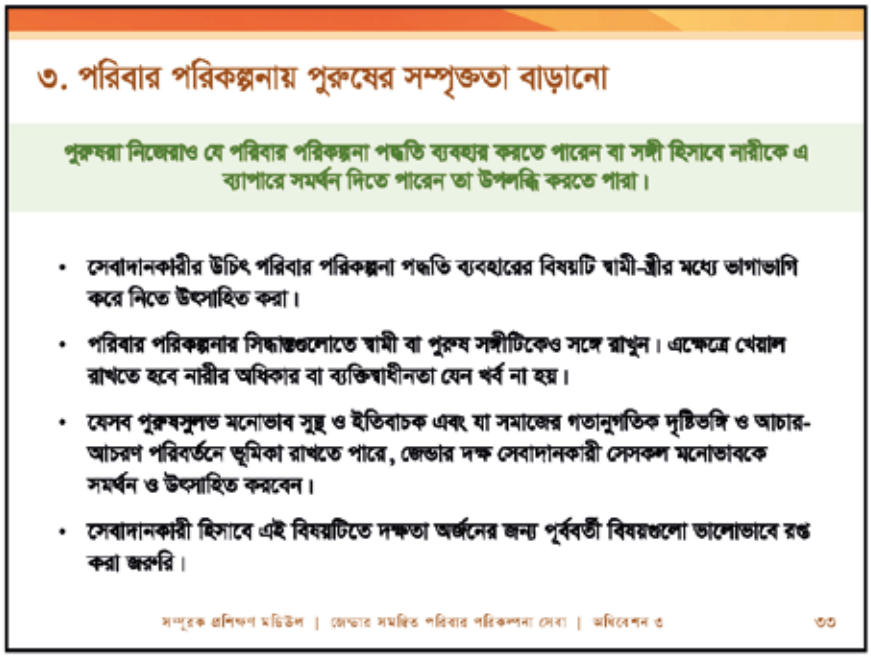
৩. পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের সম্পৃক্ততা বাড়ানো
পুরুষরা নিজেরাও যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন বা সঙ্গী হিসাবে নারীকে এ ব্যাপারে সমর্থন দিতে পারেন তা উপলব্ধি করতে পারা।
• সেবাদানকারীর উচিৎ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের বিষয়টি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে উৎসাহিত করা।
• পরিবার পরিকল্পনার সিদ্ধান্তগুলোতে স্বামী বা পুরুষ সঙ্গীটিকেও সঙ্গে রাখুন। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে নারীর অধিকার বা ব্যক্তিস্বাধীনতা যেন খর্ব না হয়।
• যেসব পুরুষসুলভ মনোভাব সুস্থ ও ইতিবাচক এবং যা সমাজের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে, জেন্ডার দক্ষ সেবাদানকারী সেসকল মনোভাবকে সমর্থন ও উৎসাহিত করবেন।
• সেবাদানকারী হিসাবে এই বিষয়টিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য পূর্ববর্তী বিষয়গুলো ভালোভাবে রপ্ত করা জরুরি।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩
৩৩

33

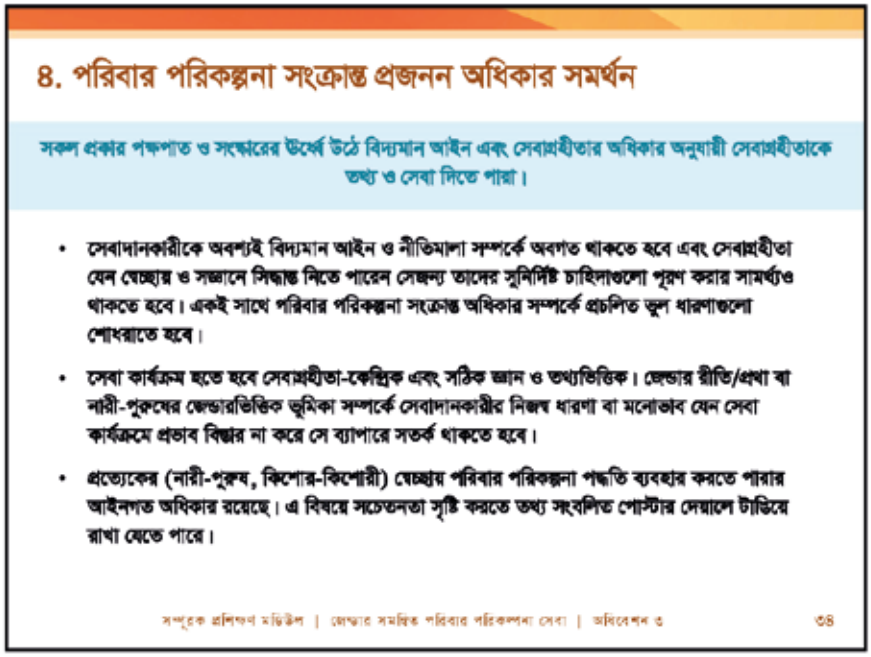
৪. পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রজনন অধিকার সমর্থন
সকল প্রকার পক্ষপাত ও সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে বিদ্যমান আইন এবং সেবাগ্রহীতার অধিকার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাকে তথ্য ও সেবা দিতে পারা।
• সেবাদানকারীকে অবশ্যই বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে এবং সেবাগ্রহীতা যেন স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সেজন্য তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলো পূরণ করার সামর্থ্যও থাকতে হবে। একই সাথে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো শোধরাতে হবে।
• সেবা কার্যক্রম হতে হবে সেবাগ্রহীতা-কেন্দ্রিক এবং সঠিক জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক। জেন্ডার রীতি/প্রথা বা নারী-পুরুষের জেন্ডারভিত্তিক ভূমিকা সম্পর্কে সেবাদানকারীর নিজস্ব ধারণা বা মনোভাব যেন সেবা কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার না করে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
• প্রত্যেকের (নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী) স্বেচ্ছায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারার আইনগত অধিকার রয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে তথ্য সংবলিত পোস্টার দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩
৩৪

34

৫. দম্পতিদের নিজেদের মধ্যে ইতিবাচক যোগাযোগ ও সহযোগিতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তাকরণ

সেবাগ্রহীতাকে তার প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন বা পছন্দের কথা বলতে, আলোচনা করতে এবং সঙ্গীর সাথে বোঝাপড়া করে একসাথে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারা।

- স্বামী তথা পুরুষ সঙ্গীকে কাউন্সেলিং অধিবেশনে নিয়ে আসতে আগ্রহী কিনা জেনে নিন।
- কাউন্সেলিং অধিবেশনে সঙ্গী বা অভিভাবককে নিয়ে আসার ব্যাপারে কখনও জোর করবেন না।
- এমন পরিবেশ তৈরি করুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব প্রশ্নগুলো করতে বা নিজস্ব উত্তরগুলো দিতে পারেন।
- নারী (কিশোরী বা প্রাপ্তবয়স্কা) যেন আগে উত্তর দিতে পারেন বা তার নিজের পছন্দ সম্পর্কে জানাতে পারেন সেই সুযোগ করে দিন।
- পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়ে গেলে পদ্ধতির সঠিক ও নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে স্বামী বা সঙ্গী কীভাবে সাহায্য করতে পারেন তা জানিয়ে দিন।

সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩ ৩৫

35

৬. জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে সহমর্মিতার সাথে কাউন্সেলিং, সুরক্ষা পরিকল্পনা ও যথাযথ রেফারেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারা।

- বিশ্বের সব জায়গাতেই দেখা গেছে যে সহিংসতার তথ্য দিতে বাধ্য করা হলে কিংবা চাপ দেয়া হলেও তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারজনিত সহিংসতার হাত থেকে সুরক্ষা দেয়া সম্ভব।
- স্পষ্ট ভাষায় এবং বস্তুনিষ্ঠতার সাথে প্রশ্ন করুন। এতে সহিংসতার কথা বলার মত পরিবেশ তৈরি করা সহজ হবে।
- সহিংসতার কথা না জানালেও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলোর কোনটি কতটা গোপনীয়তার সাথে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলুন।
- সেবাগ্রহীতা যেকোনও ধরণের সহিংসতার কথা আপনাকে জানালে তাতে সমালোচনাবিহীনভাবে ও সহানুভূতির সাথে সাড়া দিন।

সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩ ৩৬

36

জেন্ডার দক্ষ পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী
জেন্ডার দক্ষতা
জ্ঞান
দক্ষতা
মনোভাব
প্রজনন ক্ষমতায়ন
লক্ষ্য
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৩

37

অধিবেশন ৪
দক্ষতা উন্নয়ন:
জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৪

38

অধিবেশন ৪ এর উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং কেমন হওয়া উচিৎ তা করে দেখাতে পারবেন।
- দম্পতিদের মধ্যে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপনে (একে অপরের সাথে গঠনমূলকভাবে কথা বলার সুযোগ করে দিতে) এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন (ফ্যাসিলিটেশন) তার উপায়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

39

জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং

মূল কথা:

- জেন্ডার রীতি/প্রথা এবং ক্ষমতার বৈষম্যের কারণে অধিকার থাকা সত্ত্বেও সেবাগ্রহীতা তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা বা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নারী-পুরুষ উভয়েই নিতে পারেন এবং উভয়ের ওপরই এর কিছু প্রভাব রয়েছে।
- জেন্ডার রীতি/প্রথার কারণে নারীর পক্ষে সবসময় নিঃসঙ্কোচে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয়না – বিশেষত স্বামী যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাই দম্পতিদের একসাথে কাউন্সেলিং প্রদানের সময় নারীর মতামত আগে জেনে নিন।
- স্বামী বা পরিবারের অনুমোদন না থাকার কারণে যেন কখনোই নারী তার পছন্দের পরিবার পরিকল্পনা সেবা থেকে বঞ্চিত না হন।

40

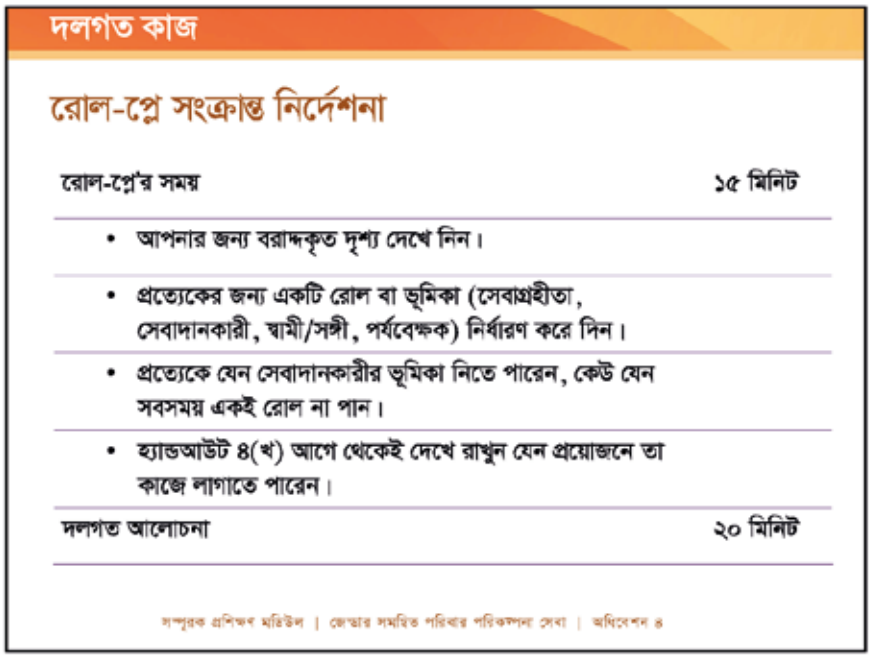
দলগত কাজ
রোল-প্লে সংক্রান্ত নির্দেশনা
রোল-প্লে'র সময় ১৫ মিনিট
• আপনার জন্য বরাদ্দকৃত দৃশ্য দেখে নিন।
• প্রত্যেকের জন্য একটি রোল বা ভূমিকা (সেবাগ্রহীতা, সেবাদানকারী, স্বামী/সঙ্গী, পর্যবেক্ষক) নির্ধারণ করে দিন।
• প্রত্যেকে যেন সেবাদানকারীর ভূমিকা নিতে পারেন, কেউ যেন সবসময় একই রোল না পান।
• হ্যান্ডআউট ৪(খ) আগে থেকেই দেখে রাখুন যেন প্রয়োজনে তা কাজে লাগাতে পারেন।
দলগত আলোচনা ২০ মিনিট
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৪

41

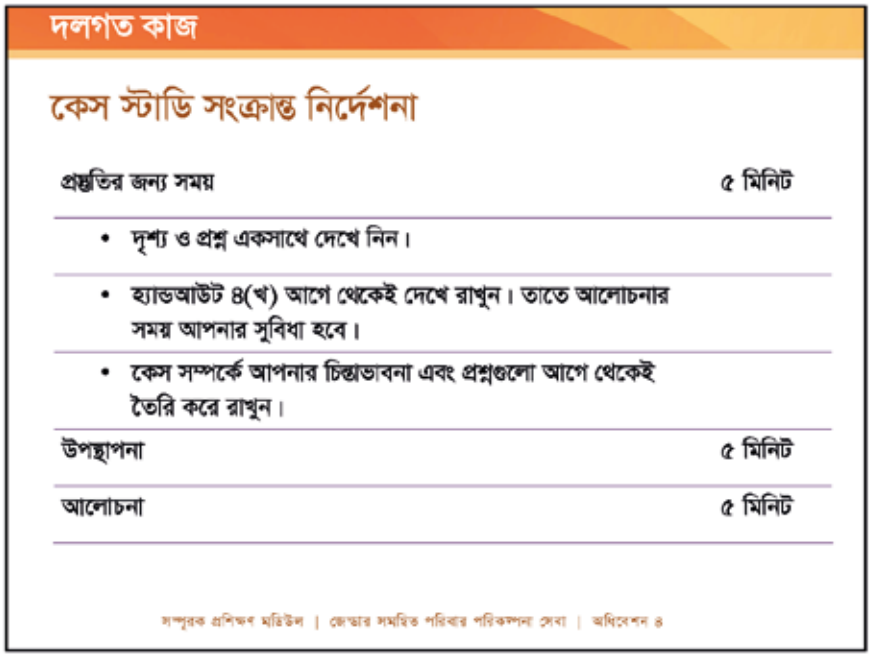
দলগত কাজ
কেস স্টাডি সংক্রান্ত নির্দেশনা
প্রস্তুতির জন্য সময় ৫ মিনিট
• দৃশ্য ও প্রশ্ন একসাথে দেখে নিন।
• হ্যান্ডআউট ৪(খ) আগে থেকেই দেখে রাখুন। তাতে আলোচনার সময় আপনার সুবিধা হবে।
• কেস সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনা এবং প্রশ্নগুলো আগে থেকেই তৈরি করে রাখুন।
উপস্থাপনা ৫ মিনিট
আলোচনা ৫ মিনিট
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৪

42

অধিবেশন ৫
দক্ষতা উন্নয়ন:
জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে করণীয়
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৫

43

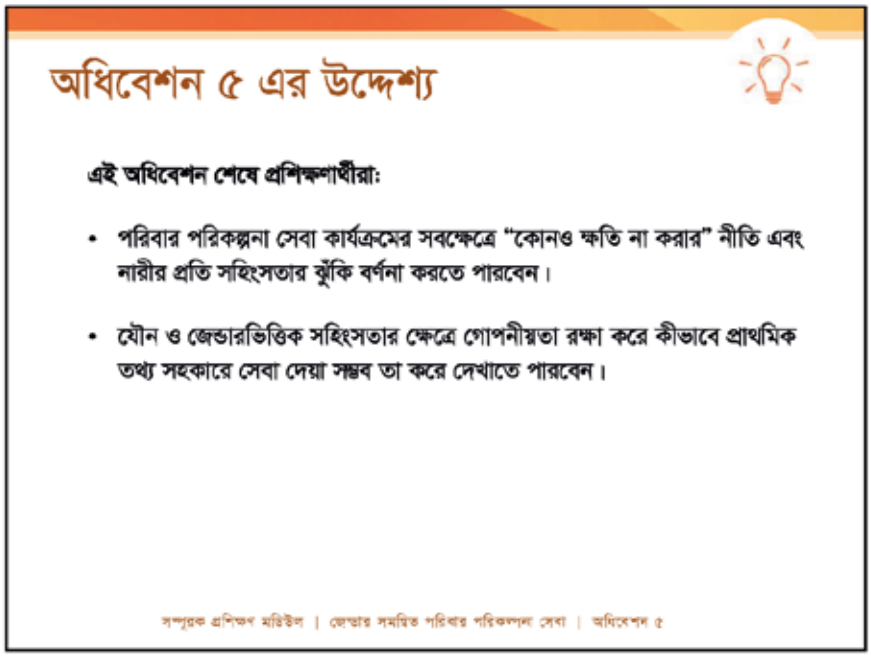
অধিবেশন ৫ এর উদ্দেশ্য
এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:
• পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রমের সবক্ষেত্রে "কোনও ক্ষতি না করার" নীতি এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ঝুঁকি বর্ণনা করতে পারবেন।
• যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করে কীভাবে প্রাথমিক তথ্য সহকারে সেবা দেয়া সম্ভব তা করে দেখাতে পারবেন।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৫

44

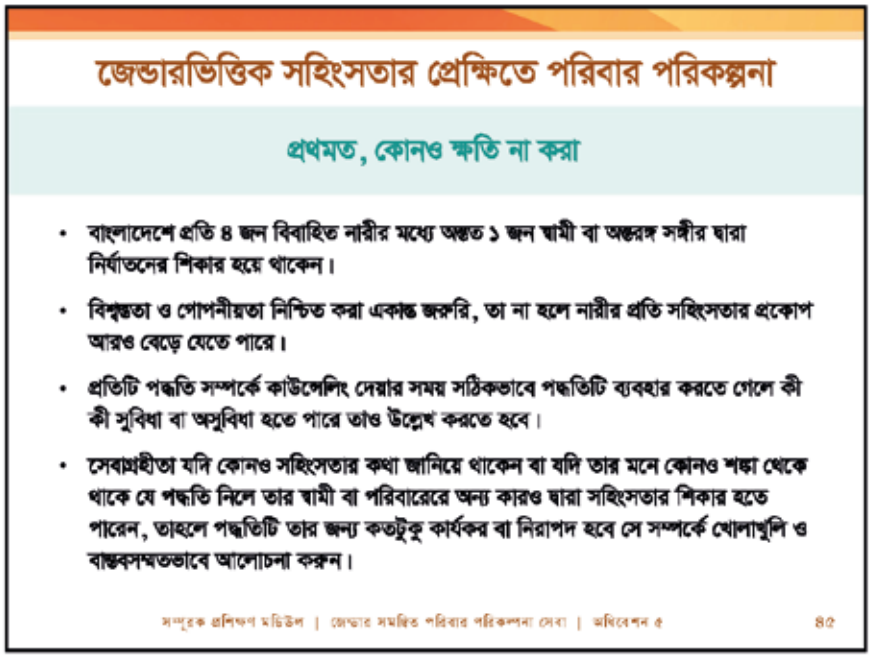
জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার প্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা
প্রথমত, কোনও ক্ষতি না করা
• বাংলাদেশে প্রতি ৪ জন বিবাহিত নারীর মধ্যে অন্তত ১ জন স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন।
• বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি, তা না হলে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকোপ আরও বেড়ে যেতে পারে।
• প্রতিটি পদ্ধতি সম্পর্কে কাউন্সেলিং দেয়ার সময় সঠিকভাবে পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে গেলে কী কী সুবিধা বা অসুবিধা হতে পারে তাও উল্লেখ করতে হবে।
• সেবাগ্রহীতা যদি কোনও সহিংসতার কথা জানিয়ে থাকেন বা যদি তার মনে কোনও শঙ্কা থেকে থাকে যে পদ্ধতি নিলে তার স্বামী বা পরিবারেরে অন্য কারও দ্বারা সহিংসতার শিকার হতে পারেন, তাহলে পদ্ধতিটি তার জন্য কতটুকু কার্যকর বা নিরাপদ হবে সে সম্পর্কে খোলাখুলি ও বাস্তবসম্মতভাবে আলোচনা করুন।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৫ ৪৫

45

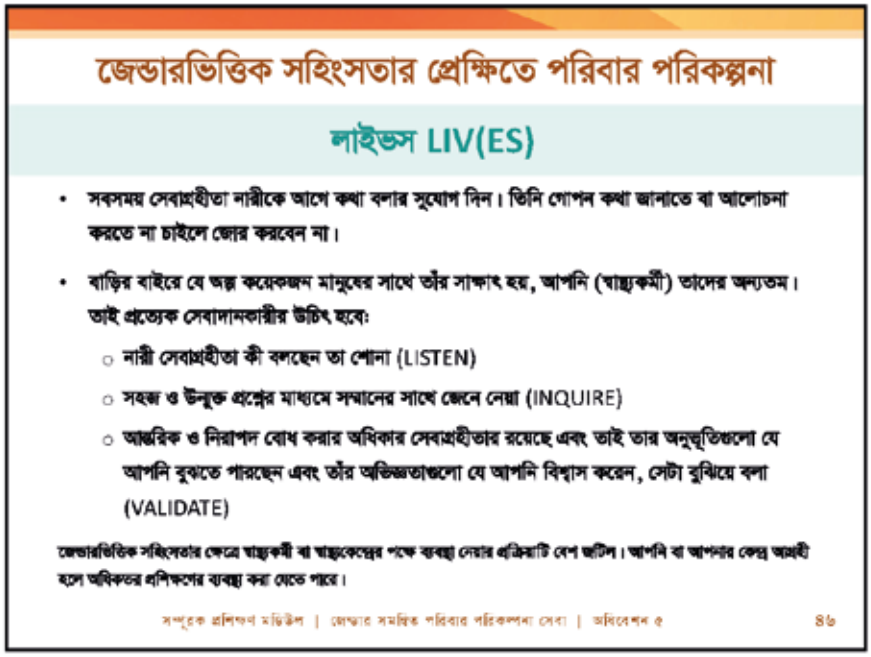
জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার প্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা
লাইভস LIV(ES)
• সবসময় সেবাগ্রহীতা নারীকে আগে কথা বলার সুযোগ দিন। তিনি গোপন কথা জানাতে বা আলোচনা করতে না চাইলে জোর করবেন না।
• বাড়ির বাইরে যে অল্প কয়েকজন মানুষের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, আপনি (স্বাস্থ্যকর্মী) তাদের অন্যতম। তাই প্রত্যেক সেবাদানকারীর উচিৎ হবে:
○ নারী সেবাগ্রহীতা কী বলছেন তা শোনা (LISTEN)
○ সহজ ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে সম্মানের সাথে জেনে নেয়া (INQUIRE)
○ আন্তরিক ও নিরাপদ বোধ করার অধিকার সেবাগ্রহীতার রয়েছে এবং তাই তার অনুভূতিগুলো যে আপনি বুঝতে পারছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতাগুলো যে আপনি বিশ্বাস করেন, সেটা বুঝিয়ে বলা (VALIDATE)
জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। আপনি বা আপনার কেন্দ্র আগ্রহী হলে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৫ ৪৬

46

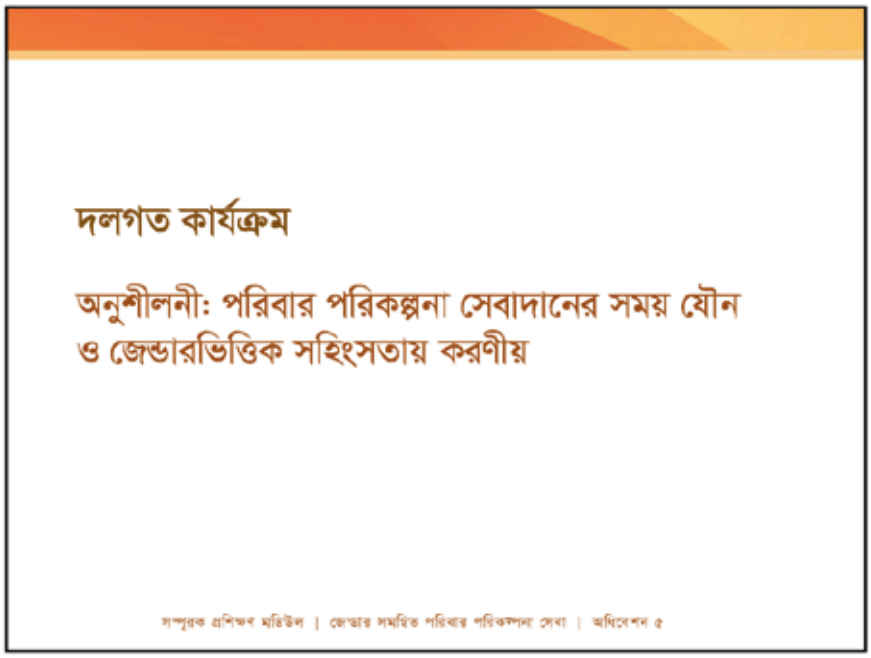
দলগত কার্যক্রম
অনুশীলনী: পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানের সময় যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতায় করণীয়
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | অধিবেশন ৫

47

সমাপনী
মডিউল সমাপ্তি
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | সমাপ্তি

48

মূল বিষয়

জেন্ডার মূলত সমাজসৃষ্ট কিছু রীতিনীতি, আচার-আচরণ এবং প্রত্যাশার সমষ্টি যার প্রভাবে ছেলে-মেয়ে বা নারী-পুরুষের আচরণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

জেন্ডার বৈষম্য এবং কিছু প্রচলিত জেন্ডার প্রথা/রীতি
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও এর যথাযথ ব্যবহারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এগুলোর কারণে পরিবার পরিকল্পনা বা প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বেশ কিছু ক্ষতিকর আচরণও গড়ে উঠতে পারে।

সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | সমাপ্তি

49

মূল বিষয়

- পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর জেন্ডার বৈষম্যের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।
- জেন্ডার বৈষম্য নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকোপ বাড়ায়।
- যেহেতু নারীর প্রতি সহিংসতা পরিবার পরিকল্পনা বা প্রজনন স্বাস্থ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাই সহিংসতার ঝুঁকি কমাতে পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | সমাপ্তি

50

প্রশ্নোত্তর
সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল | জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | সমাপ্তি

51

ধন্যবাদ
USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা
PATHFINDER

52

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

PATHFINDER